চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১৪ ভাদ্র – ২০ ভাদ্র, ১৪৩১ ঃ ৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 44, 31 August - 6 September, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ধর্ষণ ও হত্যার তদন্তের পাশাপাশি আর জি কর

হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের নানা দুর্নীতির তদন্ত ভার রাজ্য সরকার গঠিত সিটের থেকে নিয়ে সিবিআইকে দিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে সিবিআইকে।

রবিবার : বক্তব্যের সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে এক দফা পলিগ্রাফ টেস্ট

হল আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। সিবিআই সূত্রে খবর, সাত দফায় এই টেস্ট চলবে। প্রস্তুতি চলছে ধৃত সঞ্জয়ের পলিগ্রাফ টেস্টের।

সোমবার : কথা ছিল দায়িত্ব নিয়ে সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

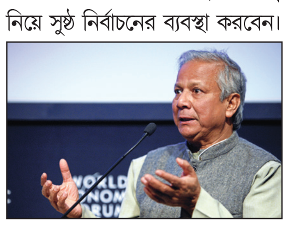

কিন্তু জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষনে এ ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতিই দিতে পারলেন না অন্তরবর্তী সরকারের প্রধান মহঃ ইউনুস। এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলে এড়িয়ে গেলেন তিনি।

মঙ্গলবার : দ্রুত বিচার যে এ রাজ্যের কপালে জুটবে না তা স্পষ্ট

হয়ে গেল কেন্দ্রীয় রিপোর্টে। রাজ্যের চিঠির জবাবে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ পকসো আদালত সহ ফার্স্ট ট্রাক কোর্ট খুলতে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বুধবার : আর জি কর কাণ্ডের বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে

নবান্ন অভিযানের নামে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হল কল্লোলিনী। পুলিশের গার্ড রেল, ব্যারিকেড, কন্টেনার, জলকামান, টিয়ার গ্যাসের মুখোমুখি ছাত্র সমাজ। বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হল দু'তরফেরই।

বৃহস্পতিবার : দীর্ঘ লড়াই ও আইনি প্রক্রিয়ার পর উচ্চ প্রাথমিকে

১৪০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে মেধা তালিকা। তার পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে নিয়োগপত্র।

শুক্রবার : তদন্ত চললেও আর জি করের সুবিচার কি ক্রমশঃ দূরে চলে

যাচ্ছে? প্রশ্নটা উঠছে কারণ সিবিআই সূত্র বলছে ধর্ষিতা ও খুন হওয়া ডাক্তারের মৃতদেহের নমুনা সংগ্রহে বেনিয়ম হয়েছে। অভিজ্ঞরাও বলছেন প্রমাণ লোপাটের কথা। তাহলে?

সবজান্তা খবরওয়ালা

৫ বনাম ১৭ বিতর্কের ধাক্কায়
ভাঙছে বিশ্বাসের প্রাচীর

ওঙ্কার মিত্র

স্বাধীন ভারতে দেশের সার্বভৌম্যত্ব, অখণ্ডতা ও শালীনতা বজায় রেখে ইচ্ছামতো কথাবলা, চলাফেরা, কাজ করা, প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা সাংবিধানিক অধিকার বলে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের কর্তব্য মানুষের এই অধিকার রক্ষায় সর্বতভাবে সাহায্য করা। দিনে রাতে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে যে পক্ষই বিচ্যুত হোক না কেন তার শাস্তি আইনত নিশ্চিত। এতে কারোর দ্বিধা থাকার কথা নয়।

অথচ স্বাধীনতা ৭৫ বছর পার করে অনেক অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ হলেও আজ এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সবচেয়ে দুঃখের কথা এটাই যে এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে একই সার্বভৌম দেশের দুই নির্বাচিত সরকারের শাসক দল। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করছে দেশের দুই প্রাচীন সংস্থা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যাদের পোষা হচ্ছে দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে। হায়! সেই জনগণই বিভ্রান্ত দুই সংস্থার অস্বচ্ছতায়।

৫–১৭'র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই

প্রথম সংস্থা কলকাতা পুলিশ যাদের কথায় কথায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাদের হাতে আর জি করের ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনের কেস ছিল ৫ দিন। আর দ্বিতীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই কাটিয়ে দিল ১৭ দিন। মানুষের কাছে দুটো সময়কালই বড় ভয়ঙ্কর। প্রথম ৫ দিন ধরে শুধুই ধামা চাপা ও প্রমাণ লোপাটের ধারাবাহিক সিরিয়াল। সপ্তাহভর যেসব অডিও–ভিডিও ক্লিপ সামনে আসছে তা বাঙালিকে রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না। বঙ্গ কন্যা ও তাদের বাবা–মায়েরা ভয়ে জড়সড়। এই বাংলার রাত নারীদের আদৌ নিরাপত্তা দিতে পারবে কিনা তা ভেবে তারা শিহরিত। ছেলে মেয়েরা রাতের ডিউটিতে থাকলে বাড়ি থেকে বারবার এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলা ফিরল প্রতিবাদে, বনধে, অবরোধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর জি কর হাসপাতালে অভয়ার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সারা রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদের ঝড় এখনো থামেনি বরং ক্রমশ বেড়ে চলেছে সর্বত্র। গত ১৪ আগস্ট কলকাতা তথা সারা অভিযান হবেই। তাতে যতই কঠোর হোক পুলিশ প্রশাসন বা রাজ্য প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন যদিও এই নবান্ন অভিযানকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি ছাত্র সমাজ তথা বাংলার প্রতিবাদী সত্বেও অনেক কংক্রিটের গার্ডকে পায়ে মাড়িয়ে অভিযান মুখি হয়েছে মানুষ। আন্দোলনকারীদের ওপরে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধে মহানগর যুদ্ধং দেহি মনোভাব জানান দিচ্ছিল। ছাত্র সমাজের ডাকা এই বনধে পুলিশও

বাংলার গ্রাম গঞ্জে প্রমিলা বাহিনী মধ্যরাত থেকে রাস্তা দখলের ডাক দিয়েছিল। সেদিন থেকে প্রতিবাদের ঝড় ক্রমশ তীব্র হয়েছে। 'দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৭ আগস্ট বাংলার ছাত্র সমাজ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল। শর্ত ছিল ২৬ আগস্ট এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করলে নবান্ন মানুষরা। বন্ধের দিন চোখে পড়ল হাওড়া কলকাতা যেন ব্যারিকেড নগরী হয়ে উঠেছিল। কংক্রিটের রাস্তায় লোহা দিয়ে ঝালাই করে বড় বড় গার্ড তুলে দেওয়া হয়। প্রস্তুত ছিল পুলিশ বাহিনী সঙ্গে ছিল টিয়ার গ্যাস ও জলকামান। ২৭ আগস্ট বেলা ১টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়া কলকাতার মহানগরে আছড়ে পড়ে নবান্ন অভিযান মুখী মানুষের ঢল। পুলিশের শত বাধা মার খেয়েছে আন্দোলনকারীদের হাতে। পুলিশকেও এদিন অসহায় মনে হয়েছে। দিনের শেষে অবশ্য কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া না গেলেও, পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল প্রায় ২০০ জন আন্দোলনকারী কে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। যেমন মহেশতলা থেকে ধরা হয় রিঙ্কু সিংকে। এরপর পাঁচের পাতায়

একাধিক ওয়ার্ড জলের তলায়, দানা বাঁধছে ক্ষোভ

২ সপ্তাহ ধরে জলমগ্ন ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ছবি : অরুণ লোধ

মহেশতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত একাধিক ওয়ার্ড এখন জলের তলায়। গৃহবন্দী মানুষরা ক্ষোভে ফুঁসছে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নুঙ্গি রেল স্টেশন, পশ্চিম জগতলা এলাকা এখন রীতিমতো জলমগ্ন। বাটানগর এর রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পুরোপুরি জলের তলায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাধ্য হয়ে ২৪ আগস্ট থেকে স্কুল বন্ধ করে দিলেন। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লী, মেমানপুর এলাকাতেও একই অবস্থা। প্রতিটি বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে। এইখানে ব্রিজের তলা দিয়ে যে খালটি হুগলি নদীতে মিশেছে, সেইখান দিয়ে ঠিকভাবে জল নিষ্কাশনও হচ্ছে না সংস্কারের অভাবে। প্রতিবছরই বর্ষার সময় একই পরিস্থিতি তৈরি হয় মহেশতলা পৌরসভা এলাকায়। এলাকার মানুষদের প্রশ্ন কবে এই জলবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হবে? এই প্রসঙ্গে মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস জানালেন, পৌরসভা সাধ্যমত চেষ্টা করছে সমস্যার সমাধানের। তবে বিষয়টি সেচ দপ্তরের অন্তর্গত। তারা যদি খালগুলি সংস্কার না করে তাহলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্ষা মিটে গেলে যাতে সেচ দপ্তর দ্রুত সংস্কারে হাত দেয় সে ব্যাপারটা আমরা দেখছি। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরেও যদি আরো অবিরাম বৃষ্টি হয় তাহলে মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কি হাল হবে তা ভেবে এলাকার নাগরিকরা রীতিমতো আতঙ্কিত।

জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণ চলছে, প্রশাসন নীরব

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : কলকাতা শহরতলি লাগোয়া বারুইপুরে পঞ্চায়েত সমিতির অধীন নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের জনবহুল এলাকায় মূল রাস্তার পাশেই জলাভূমি বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল। তাঁর জন্য নেওয়া হয়নি কোনো অনুমতিও। তবে নির্মাণকারীদের দাবি, পঞ্চায়েতের থেকে অনুমতি নিয়েই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তবে এব্যাপারে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস বলেন, আমাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত মারফত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কীভাবে দিনেদুপুরে মূল সড়কের পাশেই পুকুর বুজিয়ে এই বেআইনি নির্মাণকাজের বিষয়টি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেল, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। তবে ওই বহুতলের নির্মাতা আজগর খান ও আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরেই নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। পঞ্চায়েতের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছিল যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র। মিলেছিল অনুমতিও। তবে তাদের একথা মানতে নারাজ পঞ্চায়েত। তাদের দাবি, আবেদনপত্র জমা পড়লেও এখনও নির্মাণে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। দু পক্ষের টানাপড়েনে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এ প্রসঙ্গে বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অতীশ বিশ্বাস বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যতবার অবৈধ নির্মাণ হবে ততবার ভাঙব : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : 'ওরা যতবার অবৈধ নির্মাণ গড়বে, আমরা ততবার তা ভাঙবো'–টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এ কথা জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণ আটকাতে কলকাতা পৌরনিগম আইনকে আরও কঠিন করা হচ্ছে বলেও জানান মহানাগরিক। কলকাতা পৌরনিগম আইনকে এমন ভাবে লেখা হচ্ছে, যাতে আগামীদিনে কেউ অবৈধ নির্মাণ করলে তাঁর ৭ বছরের জেল ও সঙ্গে আইনানুযায়ী ৫০ হাজার টাকার অধিক জরিমানা হবে। সেজন্য পৌর আইনে সংশোধনী আনা হচ্ছে বলে মহানাগরিক জানান। তিনি বলেন, বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরনিগম আইনের যে ৪০১ক ধারায় মামলা করা হয়, তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় অনধিক ৫ বৎসর এবং ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হলেও তাঁরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে জামিন পেয়ে যান।

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর সঙ্গমে
সৈকত–মন্দির দূরত্ব কমেছে ২০০ ফুট

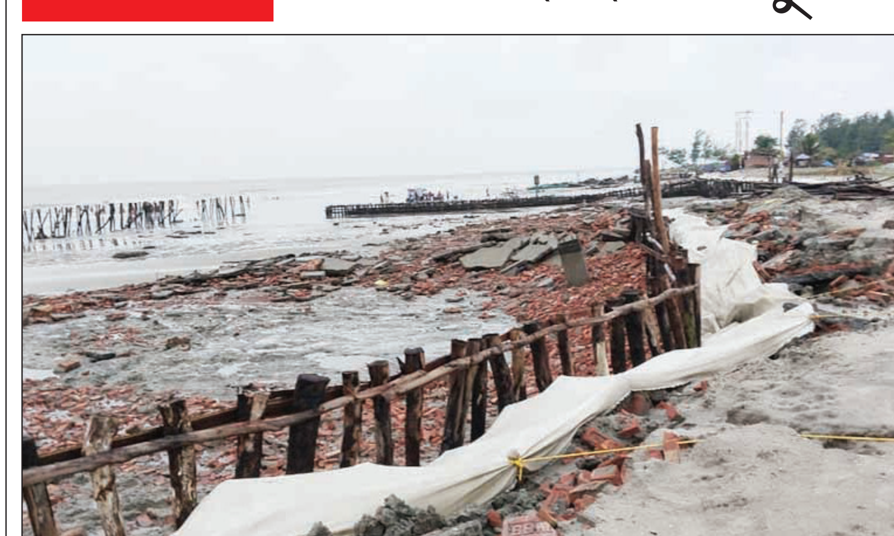

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর মাত্র মাস চারেক পরেই অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জাতীয় ইভেন্ট গঙ্গাসাগর মেলা। প্রত্যিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন সারা ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগর সঙ্গমে আসেন পুণ্যস্নান করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিতে। এখন অবশ্য যাতায়াতের সুবিধার জন্য সারা বছরই ভিড় লেগে থাকে সাগর সঙ্গমে। রাজ্য সরকারও এই পুণ্য তীর্থস্থানকে পর্যটন মানচিত্রে উজ্জ্বল করে তুলতে সাজিয়ে তুলেছে এই তীরভূমিকে। পাকা যাত্রী শেড, ডালা আর্কেড, ঢালাই রাস্তা, ইকো ট্যুরিজম পার্ক, স্থায়ী আলোয় গঙ্গাসাগর এখন পুরোদস্তুর সারা বছরের পর্যটন ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে।

এহেন বর্তমান গঙ্গাসাগর গত বছর পাঁচেক ধরে সংকটে দিন কাটাচ্ছে। মন্দিরের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে সাগর। সমুদ্রের ভাঙনে ইতিমধ্যেই খণ্ড বিক্ষণ্ড হয়ে তলিয়ে গিয়েছে পাঁচটি রাস্তা। কোটালে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে মন্দির সহ গোটা এলাকা। ২০১৯ সালেও সাগর সৈকত আর মন্দিরের দূরত্ব ছিল ৪৭০ মিটার। এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২৭০ মিটার। বছর সাত আট আগেও যেখানে অনেকটা বালুচর পেরিয়ে জলের নাগাল পেতে হত এখন সেখানে জল বইছে পাড় ছাপিয়ে, রাস্তা ছাপিয়ে। ভাঙনের গ্রাসে উধাও হয়ে গিয়েছে সাগর সঙ্গমের কিছুটা দূরে জম্মুদ্বীপের উল্টোদিকে গড়ে ওঠা হাঁড়িভাঙা চর। ২ বছর আগেও এখানে মাছ ধরতেন স্থানীয় মানুষ। বছর তিনেক ধরে তো আগের মতো নিশ্চিন্তে সৈকতে দাঁড়িয়ে স্নানও করতে পারছেন না। পাড়ে দাঁড়িয়ে ডুব দিতে হচ্ছে কোনোক্রমে। গত পূর্ণিমায় যে কোটাল হয়েছিল তাতে ১ থেকে ৫ নম্বর সমুদ্র সৈকতের যোগাযোগকারী রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। গঙ্গাসাগরে সমুদ্রের ভাঙন এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাঘের মুখ থেকে ২বার ফিরলেও পেটের টানে জঙ্গলে যেতেই হয় অনাথকে

কুনাল মালিক, ঝড়খালি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিন নম্বর বিদ্যাসাগর পল্লীর হেরোভাঙ্গা জঙ্গল লাগুয়া গ্রামের বাসিন্দা অনাথ শিল। দু দুবার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে লড়াই করে জঙ্গল থেকে পালিয়েছে প্রাণে বেঁচেছেন। কিন্তু পেটের টানে সংসারের অভাবের তাড়নায় তাকে আজও জঙ্গলে যেতেই হয়। সম্প্রতি অনাথ শিলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল তার গ্রামের জঙ্গল লাগোয়া বাঁধের উপর। ৫২ বৎসরের মানুষটির বাঁদিকের চোয়ালে বীভৎস দাগ। হাতে বুকে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দগ ডগে থাবার দাগ। অনাথ বাবু জানান, বছর 24 আগে মায়াদীপে কাকড়া ধরতে গিয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। গভীর খারির মধ্যে তার ওই বন্ধু জঙ্গলে নামতে চায়। অনাথ বলেছিলেন এই জায়গাটা ভালো নয় নানামাই ভালো। কিন্তু বন্ধু কথা না শুনে জঙ্গলের দিকে যেতে যায়। অনাথ দেখতে পায় দূর থেকে ছুটে আসছে কালো হলুদ ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাত্তি হঠাৎই বন্ধুর ওপর ঝাপিয়ে

পড়ে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অনাথ বসে থাকতে পারেনি নৌকায় তড়িঘড়ি লাঠি নিয়ে ছুটে যায় জঙ্গলের দিকে। লাঠি দিয়ে আঘাত হানে বাঘের উপর। তার বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনাথের উপর। অনাথের কথায়, বাঘ হাতমারে তার দুই চোয়ালে এবং পিঠে। কিন্তু অনাথও রুখে দাঁড়ায় বাঘের মুখোমুখি। বাত্তি হঠাৎ ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়। অনাথ তার রক্তাক্ত বন্ধুকে টেনে হিজড়ে নিয়ে নৌকায় তুলে দ্বীপে ফিরে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে বন্ধুর দেহ নিথর হয়ে গেছে। বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় অনাথ। সেই দুঃখ আজও সে ভুলতে পারিনি। এর কয়েক বছর পরে অনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও আবার মায়া–দ্বীপে কাঁকড়া ধরতে যেত প্রতিদিন। আবারও একদিন ঘটে যায় আর এক অঘটন। সেদিন তার সঙ্গে ছিল পাড়ারই এক জোয়ান ছেলে। ওই জোয়ান ছেলেটি যখন জঙ্গলে নেমে কাঁকড়া ধরতে ব্যস্ত ছিল। তখন আকস্মিকভাবে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জঙ্গলে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। বিষয় হতবাক হয়ে যায় অনাথ। সেদিন আর জঙ্গলে নামতে সাহস পায়নি অনাথ ফিরে আসে খালি নৌকা নিয়ে দ্বীপে। গ্রামের লোকজনকে সমস্ত কথা বলে। এবং তাদের নিয়ে ওই দ্বীপে যেতেও চাই কিন্তু অনাথ বলে তিনি আর জঙ্গলে নামবেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষ থেকে

আর্থিকভাবে অসমর্থ ও অবসরপ্রাপ্ত/শারীরিকভাবে অক্ষম পেশাদার যাত্রা শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য

২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে এককালীন অনুদান

বিজ্ঞপ্তি

ষাটোর্ধ্ব, আর্থিকভাবে অসমর্থ ও অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার যাত্রা শিল্পী ও পেশাদার কলাকুশলী যিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন এককালীন আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া বয়স ষাট বছরের কম অথচ দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেশাদার যাত্রা করতে পারেন না এমন শিল্পী বা কলাকুশলীরা উপযুক্ত প্রমাণসহ এই অনুদান পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। গত ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে অনুদান পেয়েছেন তাদেরও পুনরায় আবেদন করতে হবে। আবেদন করার জন্য https://www.wbicad.in ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় ফর্ম ডাউনলোড করুন।

বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন, দূরভাষ ঃ ০৩৩ ২৫৩০ ৪৫৬২।

আবেদনপত্রটি ডাকযোগে অথবা সশরীরে সংশ্লিষ্ট মহকুমা/ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৩, দূরভাষ- ০৩৩ ২৫৩০-৪৫৬২ এই ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। সর্বক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৪। যে কোন ক্ষেত্রেই তথ্য যাচাই করা বা অনুসন্ধানের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির থাকবে।

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 44, 31 August - 6 September, 2024

কাজের খবর

৮০ জুনিয়র অ্যাটেন্ড্যান্ট নিয়োগ সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র কোর্ট অ্যাটেন্ড্যান্ট পদে ৮০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা কুকিং বা, কুলিনারি আর্টসের অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। হোটেল বা, রেস্তরাঁয় রান্নার কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১– ৮–২০২৪"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ২১,৭০০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ৪৬,২১০ টাকা। শূন্যপদ: ৮০টি। তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: F.3/2024-SCA (RC), New Delhi, dated 17th August, 2024. প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল নলেজ –৩০ নম্বরের, (২) কুকিং বা, কুলিনারি আর্টস – ৭০ নম্বরের। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। সফল হলে স্কিল টেস্ট। এরপর হবে ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ। পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.sci.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৪০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে২০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

বিনা খরচে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ট্রেনিং দিচ্ছে সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম রাজ্যের সংখ্যালঘু যুবক–যুবতীদের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি ও শিখ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই শুধুমাত্র আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ২২ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। তবে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কিংবা ডিগ্রি কোর্সের যে কোনো একটিতে অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। ১"বছরের আবাসিক কোর্সের ট্রেনিং হবে মুর্শিদাবাদ জেলায়। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbmdfc.org ঠিকানা : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, অম্বর, ডি.ডি.–২৭/ ই, সল্ট লেক, সেক্টর–১, কলকাতা–৭০০০৬৪। এছাড়াও বিস্তারিত জানতে এই টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করতে পারেন: 1800-120-2130.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, বিকাল ৩ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর ৩০.০৮.২০২৪ — প্রণব ভূষণ গুহ, সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। বিবিধ।

রেলে টেনিশিয়ানে ১৪,২৯৮ পদে দরখাস্ত নেওয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমীর, জম্মু–কাশ্মীর, চন্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ১৭টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে টেকনিশিয়ান গ্রেড– ।।। ও টেকনিশিয়ান গ্রেড–। সিগন্যাল পদে (ক্যাটেগরি নং ১ থেকে ২০ পর্যন্ত) ৯,১৪৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, রেলের টেকনিশিয়ান পদে আরো ২২টি নতুন ক্যাটেগরির (ক্যাটেগরি নং ১৯ থেকে ৪০ পর্যন্ত) জন্য শূন্যপদ বেড়েছে। মোট ৪০টি ক্যাটেগরির জন্য শূন্যপদ বেড়ে ১৪,২৯৮টি হয়েছে।

যাঁরা আগে দরখাস্ত করেছেন, তাঁরা প্রেফারেন্স হিসাবে পদের নাম বদল করতে পারবেন। নতুন যে ২২টি ক্যাটেগরির জন্য শূন্যপদ বেড়েছে, ওইসব ক্যাটেগরিতে ১৫ দিনের জন্য দরখাস্ত নেওয়া হবে। কবে থেকে দরখাস্ত নেওয়া হবে তা শিগগিরই ওয়েবসাইটে পাবেন। যে যে পদে দরখাস্ত নেওয়া হবে, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শূন্যপদ ইত্যাদি দেওয়া হল:

ক্যাটেগরি নং ২০: টেকনিশিয়ান গ্রেড– ।।। কার্পেন্টার (মেকানিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার, ফার্নিচার অ্যান্ড ক্যাবিনেট মেকার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে পূর্ব রেলে ১৪টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ১। মালদা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ডিজেল লোকামেটিভ ওয়ার্ক্সে ৫টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১।

ক্যাটেগরি নং ২১: টেকনিশিয়ান গ্রেড–।।। ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল (ওয়ার্কশপ) : মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান / মেকানিক অটো ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স / ওয়্যারম্যান / ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক / মেকানিক পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। ক্যাটেগরি নং ২২: টেকনিশিয়ান গ্রেড–।।। (ইলেক্ট্রিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক মেকাট্রনিক্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে উত্তর সীমান্ত রেলে ২৫টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ১। কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ–পূর্ব রেলে ৫৭টি (জেনাঃ ২৩, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ৬। ক্যাটেগরি নং ২৩: টেকনিশিয়ান গ্রেড–।।। ইলেক্ট্রিক্যাল/পাওয়ার / ট্রেন লাইটিং (ওয়ার্কশপ): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়্যারম্যান, মেকানিক এইচ.টি., এল.টি. ইক্যুইপমেন্ট অ্যান্ড কেবল জয়েন্টিং, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী।

শূন্যপদ: গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে উত্তর সীমান্ত রেলে ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। ক্যাটেগরি নং ২৭: টেকনিশিয়ান গ্রেড–।।। মেকানিক্যাল (ওয়ার্কশপ): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), মেকানিক মেকাট্রনিক্স, টার্নার, অপারেটর অ্যাডভান্সড মেশিন টুলস, সি.এন.সি. প্রোগ্রামার কাম অপারেটর ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে উত্তর সীমান্ত রেলে ৪৪টি (জেনাঃ ১৭, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৩।

ক্যাটেগরি নং ৩০: টেকনিশিয়ান গ্রেড– ।।। ফিটার (মেকানিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে। উত্তর সীমান্ত রেলে ৪২টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ২। কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ–পূর্ব রেলে ৯৬টি (জেনাঃ ৩৯, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭. ও.বি.সি. ২৬, ই.ব্লু.এস. ১০)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১০। শিলিগুড়ি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে উত্তর–সীমান্ত রেলে ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২। ক্যাটেগরি নং ৩৪: টেকনিশিয়ান গ্রেড–।।। মেশিনিস্ট (মেকানিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট, টার্নার, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ কিংবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে C-1. মূল মাইনে লেভেল ২ অনুযায়ী। শূন্যপদ: গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে উত্তর সীমান্ত রেলে ৭টি (জেনাঃ ৫.ও.বি.সি. ২)। কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ–পূর্ব রেলে ১৯টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫. ই. ডব্লু. এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২. প্রতিবন্ধী ১। পূর্ব রেলে ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১। ভুবনেশ্বর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে পূর্ব উপকূল রেলে ১টি (ই.ডব্লু.এস.)।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছেলে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত ন্যাশনাল সিলেকশন পোর্টাল সার্ভিস সংস্থার উদ্যোগে একটি কল্যাণমূলক প্রকল্প ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মাল্টি এডুকেশন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্যারামেডিকেল কোর্স করার জন্য আবেদন পত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। এই কোর্স সম্পূর্ণ করার পর সরকারি স্বীকৃত স্বাস্থ্য দপ্তরে স্থায়ী চাকরি করতে পারবেন। কোর্সে ভর্তি, স্টাইপেন্ড, হোস্টেল এবং প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত দায়–দায়িত্ব থাকবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মাল্টি এডুকেশন ইনস্টিটিউটের। এই ব্যাচের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 24/HD-08

আসন সংখ্যা: জেনারেল নার্সিং এন্ড মিডউইফেরি 520টি, ল্যাব টেকনিসিয়ান 1050টি, ডায়ালিসিস টেকনিসিয়ান 950টি, ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান 930টি, হাউজকিপিং অ্যাটেনডেন্ট 2180টি, প্লাম্বার 1950টি ও ইলেক্ট্রিশিয়ান 1740টি। প্রার্থীর নিকটবর্তী ইনস্টিটিউটে কোর্স করার সুযোগ পাবেন। কোর্স করানো হবে সরকারি অনুমোদিত প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউটে। প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট গুলি পাবেন কলকাতা, ব্যারাকপুর, বারাসাত, আসানসোল, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, মালদা, বহরমপুর, খড়গপুর ডানকুনি, ধুলিয়ান, কল্যাণী, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, হলদিয়া সহ প্রত্যেক জেলাতে। সম্পূর্ণ সরকারি অনুমোদিত ইনস্টিটিউট গুলির বিবরণ

জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটটি দেখুন। কোর্সের সময়সীমা থাকবে ট্রেড অনুযায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হাউজকিপিং অ্যাটেনডেন্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান ও প্লাম্বার পদ গুলির জন্য ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস হতে হবে, এক্ষেত্রে পার্সেন্টেজের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডায়ালিসিস টেকনিসিয়ান, ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান পদ গুলির জন্য যেকোনো শাখার উচ্চ মাধ্যমিক পাস হতে হবে। শুধুমাত্র GNM কোর্সের জন্য 40 শতাংশ নাম্বার সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। কোন ধরনের অতিরিক্ত কোর্সের শংসাপত্র লাগবে না। বয়স: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলী এবং ওবিসি"রা বয়সে ৫ বছর ও ৩ বছর ছাড় পাবেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া: আবেদন পত্রের খুঁটিনাটি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শর্টলিস্ট করা হবে। শর্টলিস্টের ফলাফল প্রকাশিত করা হবে ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এবং সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া ২৫ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। ফলাফলের বিবরণ দেখতে পারবেন নিম্নলিখিত অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর কাউন্সিলিং করে নিকটবর্তী সরকারি স্বীকৃত ইনস্টিটিউটে কোর্সে যোগদান করার জন্য চিঠি পাঠানো হবে। কোর্সে যোগদান করার সময়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল শংসাপত্র, একটি পরিচয় পত্র যেমন আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড এবং স্টাইপেন্ড এর টাকা নেওয়ার

জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ব্যাংক একাউন্টের চেক বই বা পাস বই থাকতে হবে। স্টাইপেন্ড: কোর্স চলাকালীন স্টাইপেন পাবেন ৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। কোর্স চলাকালীন হোস্টেলে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ সুবিধা পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে 6–ই অক্টোবর 2024 তারিখের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.inmeboard.org এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও আবেদন মূল্য, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং আরো অন্যান্য তথ্য পাবেন উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইটে অথবা ফোন করুন এই হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে– 022-6962-2245, 9088049721 এবং 8584902385, (হোয়াটস্যাপ পরিষেবা উপলব্ধ)।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধের উপায়

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

জলাতঙ্ক বা রেবিজ এমন একটি রোগ যার সম্বন্ধে আতঙ্কিত হবার প্রধান কারণ হল এই রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার প্রায় একশো শতাংশ। যদিও সঠিক সময় অ্যান্টি রেবিজ ভ্যাকসিন প্রয়োগে এই রোগ প্রতিরোধ করা অবশ্যই সম্ভব। পৃথিবীতে প্রায় ১৫০টি দেশ এবং অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ৯৯% ক্ষেত্রেই এই রোগের উৎস হল কুকুর। সারা পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ রেভিজ আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পৃথিবীর মোট মৃত্যুর মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রায় ৩৬ শতাংশ রেবিজ আক্রান্ত রোগের মৃত্যু হয়। এই সংখ্যা বছরে ১৮ থেকে ২০ হাজার। রেবিজ ভারতবর্ষে একটি এনডেমিক রোগ। এই রোগ ১০০% প্রতিরোধ যোগ্য যদি শীঘ্র ভ্যাকসিন, ইমুনোগ্লোবিউলিন এবং অন্যান্য সঠিক মেডিকেল কেয়ার দেওয়া হয়। এছাড়া কুকুরদের সঠিক ইম্যুনাইজেশন দেওয়া থাকলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড রেবিজ ডে হিসেবে পালন করা হয়।

মনে রাখতে হবে : জলাতঙ্ক ভারতের সর্বত্র হয়। তাই ভারতের যেকোনও জায়গায় প্রাণীর কামড়ে সঠিক চিকিৎসা খুব জরুরি।

যেকোনও প্রাণীর কামড় বা আঁচড়কে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

যেসব প্রাণী ভারতে জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়

- পোষ্য : কুকুর এবং বিড়াল
- গৃহপালিত : গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া
- অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী: শুকর, ঘোড়া, গাধা, উট, বাঁদর ইত্যাদি।
- যেকোনও বন্যপ্রাণী।

এছাড়া কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক বিশেষজ্ঞের পরামর্শে টিকার ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা।
- ক্ষতস্থানের চারপাশে রেবিজ ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন প্রয়োগ।
- জলাতঙ্ক প্রতিরোধক টিকা বা অ্যান্টি রেভিজ ভ্যাকসিন ইনজেকশনের ব্যবহার।

আঁচড় বা কামড় খাওয়ার পরে টিকা দ্বারা জলাতঙ্ক প্রতিরোধের পদ্ধতিকে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলাক্সিস বলা হয়ে থাকে।

জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুর কীভাবে চিহ্নিত করা যায়

- জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুরের স্বভাবে দুই রকমের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় (১)ক্ষ্যাপা (২) নিশ্চুপ।

ক্ষ্যাপা কুকুর : সামনে যা পাবে তাই কামড়াবে। এদের গলার স্বর পরিবর্তিত হয়। খাবার

পরিত্যাগ করে পরবর্তীতে জ্বর, সামনের পা অবশ ও মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরে।

নিশ্চুপ কুকুর : ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কামড়ায় না তবে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় আর অন্ধকার নির্জন জায়গা পছন্দ করে। জ্বর থাকে, পা অবশ হয়ে যায়, মুখ দিয়ে লালা তেমন ঝরতে দেখা যায় না।

জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণসমূহ

- ক্ষতস্থানে ব্যথা চিন চিন বা ঝিমঝিম করা।
- জ্বর, শরীর ম্যাজম্যাজ করা।
- অস্থিরতা, মানসিক অবসাদ।
- জল খেতে ভয় পাওয়া।
- আলো বাতাস সহ্য করতে না পারা।
- শারীরিক অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া এবং অবশেষে ভয়ংকর মৃত্যুবরণ।

ক্ষতস্থান শুশ্রূষা করার সঠিক পদ্ধতি

- ক্ষতস্থান ভালোভাবে সাবান জল দিয়ে অন্তত ১৫ মিনিট ধুতে হবে। যদি সাবান না থাকে তাহলে শুধু জল দিয়েই ধুতে হবে।
- খালি হাতে ক্ষতস্থান স্পর্শ করা উচিত হবে না। হাতে গ্লাভস পড়ে নিয়ে তবেই ক্ষতস্থান ছোঁয়া উচিত।
- ক্ষতস্থান ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে সেখানে জীবাণুনাশক উপাদান লাগানো যেতে পারে।
- ক্ষতস্থানে লঙ্কা, মাটি, তেল, হলুদ, চুণ, লবণ, গাছের রস এইসব ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ক্ষতস্থান পোড়ানো বা ব্যান্ডেজ লাগানো উচিত নয়।
- ওঝা বা গুনিনের শরণাপন্ন না হয়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নির্দিষ্ট কিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রায় সব সরকারি হাসপাতালে অ্যান্টি রেভিজ ক্লিনিক (এআরসি) চালু রয়েছে। এই এআরসি গুলিতে অ্যান্টি রেভিজ ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন এবং রেভিজ ইমুনোগ্লোবিউলিন পাওয়া যায়। আপনার সাব সেন্টার এলাকার কাছাকাছি এবং বাসস্থানের কাছাকাছি কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এআরসি রয়েছে কিনা তা জেনে রাখুন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ৩১০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ভাগ, বন্টন ৩। মেরামত ৫। বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ৬। এমন বেশি ৭। বিখ্যাত এক ব্যঞ্জন ৯। একান্তে, নির্জনে ১২। মানুষ ১৩। ঘটকের কাজ ১৪। নগর ১৫। উগ্র, চরমপন্থী।

উপর–নীচ

১। বিয়োগ করা ২। বিষ্ণু ৩। সরঞ্জাম, উপকরণ ৪। সম্মান ৬। এই, এই প্রকার ৮। কাপড় ১০। – শিলা, পলিজাত ১১। মঙ্গলজনক ১২। উত্তম, তোফা ১৩। গৃহ বা বাড়ি।

সমাধান : ৩০৯

পাশাপাশি : ১। অভাব ৪। আদাব ৫। কারণজল ৬। পরিবেশ ৭। ফরমূলা ৯। লোটাকম্বল ১১। বাসক ১২। ইন্ধন।

উপরনীচ : ১। অবকাশ ২। বরণ ৩। সকালবেলা ৪। আমরি ৬। পর্যালোচনা ৭। ফলবান ৮। মুলুক ১০। কসাই।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৬২৮৯২২১৭০০

ক্রাইম ডেস্ক

দুষ্কৃতিদের মারে জখম যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : জনা চারেক দুষ্কৃতির মারে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। ২৮ আগষ্ট সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় বাজার এলাকায়। বর্তমানে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন সাদ্দাম হোসেন মোল্লা নামে আক্রান্ত ওই যুবক। অন্যদিকে সাত সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌছায় বাসন্তী থানার পুলিশ। তবে ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক কিংবা গ্রেপ্তার করতে পারেনি। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ভরতগড় বাজারে চা খেতে গিয়েছিলেন ৪ নম্বর আনন্দাবাদ গ্রামের যুবক সাদ্দাম হোসেন মোল্লা। বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় এলাকার ৪ দুষ্কৃতি আচমকা লোহার রড সহ সাদ্দামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ও মুখ ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে আক্রান্ত যুবককে তার পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য প্রথমে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল হয়ে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আক্রান্তের এক আত্মীয় জানিয়েছেন,এলাকার দুষ্কৃতি মনিরুল মোল্লা, শামীম মোল্লা, জরুল মোল্লা ও ফিরোজ মোল্লারা আচমকা সাদ্দামের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে মুখ ও মাথা ফাটিয়ে দেয়। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

স্কুল আছে,শিক্ষক শিক্ষিকা আছে, নেই একটিও পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : যখন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই অন্য দৃশ্য ধরা পড়লো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার দক্ষিণ শ্রীপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষিকা থাকলেও একজনও ছাত্রছাত্রী নেই।শিক্ষিকারা স্কুলে বসে থেকে তারপর বাড়ি চলে যান। বেতনও ঠিক সময় মত পেয়ে যান। জানা গেল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ছাত্র ছাত্রী কমতে কমতে এখন শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পৌরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের এই প্রাথমিক স্কুলটির ভগ্ন দশা। যাত্রাপালার রিহার্সালের জন্য স্টেজ করা রয়েছে স্কুলের একটি কক্ষে। খাওয়া–দাওয়ার জন্য সেখানে তৈরি করা হয়েছে একটি অস্থায়ী কাঠের চুলো। গোটা স্কুল ভর্তি হয়ে রয়েছে আগাছায়, বাড়ছে সাপের উপদ্রব। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা ঢালি বলেন,এবছরের জানুয়ারি মাস থেকে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা। প্রাইমারি স্কুল বোর্ডকে এই স্কুলের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। স্কুলের সভাপতি নটগোপাল দাস বলেন, আশেপাশে প্রাইমারি স্কুলের সঙ্গে হাইস্কুল একসঙ্গে থাকায় পড়ুয়ারা সেখানেই চলে যাচ্ছে। এইমতো অবস্থায় প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না? তাহলে কি এখন এই স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে, নাকি এই স্কুলকে পুনরায় আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাবে প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষ? এই প্রশ্নই এখন এলাকার সাধারণ মানুষদের।স্থানীয় কাউন্সিলার বরুণ সরকার বলেন,আমরা চাই স্কুলে আবার পড়ুয়া আসুক এবং আগের মতন জমজমাট হোক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সেতুগুলি গ্রহের কোপে পড়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গ্রহের কোপ। বড়ো সাংঘাতিক। মানুষকে নাজেহাল করে ছাড়ে। গ্রহের কোপানল থেকে বাঁচবার জন্য তাই জ্যোতিষ ঠাকুর বা শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও কবচ তাবিজের ব্যবস্থা করে থাকেন। সেতুগুলির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এগুলি যেন গ্রহের কোপে পড়েছে। দ্বিতীয় হাওড়া সেতু তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার চাকদা সেতু তৈরি হয়েছে কয়েক বছর আগে। অথচ তা আজও জনসাধারণের জন্য খোলা হয়নি। ঐ থানার উস্থি অঞ্চলের একটি নতুন সেতু নির্মাণের কাজ কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। উত্তির লালপোল আজও নড়বড়ে হয়ে রয়েছে। আলিপুরের দুর্গাপুর সেতু মেরামত অথবা নতুন করে তৈরির ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেতুবন্ধের উত্তম ঔষধ স্বরূপ জ্যোতিষ ঠাকুররা মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলা সেনকে শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও কবজ তাবিজ ধারণের পরামর্শ দিন।

৮ম বর্ষ, ৩১ আগস্ট ১৯৭৪, শনিবার, ৩২শ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৩৮১

পুলিশের অভাবে সমবায় ভোট স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনার জেরে চারিদিকে চলছে আন্দোলন সেটা সামলাতে ব্যস্ত পুলিশ। তারউপরে পুলিশকর্মীর সংখ্যাও সীমিত। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ অমিল, তাই দুবরাজপুর ব্লকের সদাইপুর থানার দুটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেল। ২০ আগস্ট সদাইপুর থানার পক্ষ থেকে সমবায় নির্বাচনে ফোর্স না দেওয়ায় কথা জানানো হয় নির্বাচনের এআরও তথা সমবায় দপ্তরের সিডিওকে। তারপরেই সমবায় সমিতি সমূহ উপনিয়ামকের পক্ষ থেকে নির্বাচন স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৯ আসনের চিনপাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এবং ৯ আসনের বাঁধেরশোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর হওয়ার দিন স্থির হয়েছিল। মনোনয়নপত্র বিলিও জমা দেওয়ার দিন ছিল ২২ আগস্ট। বিজ্ঞপ্তির জেরে তা বাতিল হয়। অন্যদিকে, মনোনয়নপত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ২২ আগস্ট চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের বাঁধেরশোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারি ও ম্যানেজারকে অভিযোগপত্র সহ ডেপুটেশন দেন ওই সমবায় সমিতির শেয়ার হোল্ডার দীপক বাউরি,প্রভাত বাউরি, কৃষ্ণ বাউরি, দীলিপ মিশ্র সহ ১৭ জন। তারা অভিযোগ করে জানান, চুপিসারে শেয়ার হোল্ডারদের অগোচরে তৃণমূলের লোকজন ওই সমবায়ে নির্বাচনের জন্য নমিনেশন ফাইল করতে যান। সেটা আমরা জানতে পেরে প্রতিবাদ করলে সেই নমিনেশন বন্ধ করতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

বকখালির বাস বন্ধ সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে সকাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ। বাস চালকের অভিযোগ সকাল ৫টার সময় ফ্রেজারগঞ্জ কয়লা ঘাট স্ট্যান্ড থেকে বাস বের করার সময় বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী বাস বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে বন্ধ রয়েছে বকখালি থেকে নামখানা, কাকদ্বীপ ও কলকাতাগামী সব রুটের বাস। তৃণমূল নেতাকর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাদের নিয়ে যাওয়ায় বাস বন্ধ করা হয়েছে। চালকের দাবি বাংলা বন্ধের জন্য তাঁরা যেতে পারেনি। তৃণমূল কর্মীদের বাধায় দীর্ঘ সময় ধরে বাস বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হস্তক্ষেপের পর স্বাভাবিক হয়।

বামফ্রন্টের প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভায় গত ২৯ আগস্ট বামফ্রন্টের ডাকে একটি প্রতিবাদ সভা ও ডেপুটেশন হয়ে গেল। যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য এই ডেপুটেশন হল সেগুলি হচ্ছে, মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অধিকাংশ ওয়ার্ডই জলমগ্ন। বাড়িতে দোকানে স্কুলে জল জমে রয়েছে। অবিলম্বে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পুরসভা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেলার মানুষ। সেই সমস্ত রাস্তার সংস্কারও দাবি করা হয়েছে দ্রুত। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে মানুষ সমস্যায় জেরবার। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। মাতৃসদন হাসপাতাল এবং প্রয়াতা বিধায়কের নামাঙ্কিত হাসপাতাল যাতে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। বাম আমলে তৈরি উৎপল দত্ত মঞ্চ কেন বেসরকারি মালিকের হাতে গেল সে ব্যাপারে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। অবিলম্বে এই উৎপল দত্ত মঞ্চকে যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ নাট্যচর্চা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মহেশতলা বামফ্রন্টের ডাকা এই ডেপুটেশন এবং প্রতিবাদ সভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড রতন বাগচী এবং প্রভাত চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল পোস্টার

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: কিছুদিন আগেই সোশাল মিডিয়ায় ‘সময়ের ডাক সেনাপতি পথ দেখাক’– এই পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক জল্পনা। এমনকি হাওড়াতেও পড়েছিল এর ফ্লেক। তবে আবারো নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে একটি নতুন পোস্ট। যে পোস্টে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে আসুক দাদা, ফিরুক স্বচ্ছতা, সুষ্ঠ প্রশাসন, করবে সুশাসন, বেহাল দশা, দেখাবে দিশা আর এই পোস্ট ঘিরেই এখন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। এই পোস্টগুলির প্রত্যেকটি মানুষই করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ট্যাগ করে। তবে পোস্টটি যদি একটু ভালো করে দেখা যায় সেখানে প্রথম লাইনেই লেখা রয়েছে ‘আসুক দাদা’ তাহলে এখানে কোন দাদার কথা বলা হয়েছে সেই দাদা কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অন্য কেউ? দ্বিতীয় লাইনেই লেখা রয়েছে ফিরুক স্বচ্ছতা তাহলে কি এ রাজ্যে বা দলের মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে? কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ মন্ত্রী এখন জেলে বন্দি। এর পরই লেখা রয়েছে সুষ্ঠ প্রশাসন করবে সুশাসন তাহলে কি বর্তমান প্রশাসন ব্যর্থ সুষ্ঠু শাসন করতে পারছে না। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভুরিভুরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি আরজিকর কান্ড নিয়েও প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছে খোদ চিকিৎসকদের একাংশ। অন্যদিকে শেষ লাইনে লেখা রয়েছে বেহাল দশা দেখাবে দিশা, তাহলে সেই দিশা কি দেখাতে চলেছে আগামীর ভবিষ্যৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? নাকি অন্য কেউ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ডহারবার মডেল হোক কিংবা নব জোয়ার কর্মসূচি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা বাংলায়। এমনকি প্রশাসন ও দলের বাইরে গিয়েও বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে একাধিক কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি নিজেই। আর বেহাল দশা কি এই রাজ্যের? এই ধরনের একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে পোস্টটিকে কেন্দ্র করে। দু–একদিনের মধ্যেই রয়েছে মন্ত্রী পরিষদের মিটিং আর তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল সমর্থকদের এমন পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। তবে প্রশ্ন উঠছে আগামীর ভবিষ্যৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে কি ভরসা করছে মানুষ? সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টকারী বুবাই কোলে জানায় আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্যই এই পোস্ট করেছি। আগামীর ভবিষ্যৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্যই আমরা এই পোস্ট করেছি।

দ্রুত বিচারের দাবি রাজপথে শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: কোনরকম রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাড়াই আরজিকর কাণ্ডে দ্রুত বিচারের দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে নামলেন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা। গত বুধবার সন্ধ্যায় বাসন্তী থানার সোনাখালিতে মিছিল শুরু হয়। দীর্ঘ তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে শেষ হয় বাসন্তী চৌমাথা মাদার টেরিজা মোড়ে। সেখানে তিলোত্তমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালানো হয়।এদিন এই তিন কিলোমিটার পথ মিছিলে পা মেলান হাজার হাজার মানুষ।মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে ‘আর যেন কোনো কাদম্বিনীকে এই ভাবে হারাতে না হয়। দ্রুত অপরাধীদের, বিচার, চরম শাস্তি, ফাঁসি চাই।’

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ পুজো অনুদান না নেওয়ার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : পুজোর আগে আর জি কর হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার নিন্দায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ ও ১৪–র পল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যরা ঘোষণা করল তারা এবারে পুজোয় সরকারি অনুদান নেবে না। এ জন্য তারা এবারের পুজোর আয়োজনেও কাটছাঁট করছে।

এই পুজো কমিটির সম্পাদক বাপিন বৈদ্য বলেন, “আর জি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে এবং সরাসরি বৈঠকে এ ব্যাপারে মতামত চেয়েছিলাম। সেখানে সকলেই অনুদান না নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। সেই মতো আমরা অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” স্থানীয় সৃজনী সংঘ ক্লাবের মাঠে এই পুজো হয়। পুজোর বয়স প্রায় ৪৭ বছর। এই পুজো এলাকার বড় এবং পুরনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম।বাপিন বৈদ্য এও বলেন, সরকারি অনুদানের ৮৫ হাজার টাকা তাঁদের মতো পুজো কমিটির কাছে বড় ব্যাপার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পুজোর সঙ্গে যুক্ত কেউ–ই চাইছেন না এই অনুদান নিতে। এলাকার অন্য পুজো কমিটিগুলির কাছেও তাঁরা আবেদন করেছেন সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করার জন্য। তবে, জয়নগর থানা এলাকার আর কোনও পুজো কমিটির তরফে অবশ্য এখনও পর্যন্ত অনুদান না নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। ওই পুজো কমিটি সূত্রের খবর, তাদের এ বারের বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। গত কয়েক বছর অনুদান নিয়েই পুজো হয়েছে। এবার অনুদান ছাড়া পুজো করার জন্য আয়োজনে কিছু কাটছাঁট করা হচ্ছে। পুজোর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন উপ–পুরপ্রধান এসইউসিআই নেতা প্রবীর বৈদ্য বলেন, “আমরা ৪৭ বছর ধরে এই পুজো করছি। শেষ কয়েক বছর বাদে এত দিন অনুদান ছাড়াই পুজো হয়েছে। এ বারও অনুদান ছাড়াই পুজো হবে।”তবে এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি বলে এখনো পর্যন্ত খবর। ইতিমধ্যে রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

বহুদিন পর বাংলা দেখলো বিক্ষোভ অশান্তির রাজনৈতিক বনধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বাংলা বনধ বেশ কিছু জায়গায় অশান্তি, রেল অবরোধ ও বিক্ষিপ্ত ঘটনার মনে দিয়ে হয়ে গেল। এদিন বনধ সমর্থন করতে সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে রেল অবরোধে নেমে পড়েছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ থেকে রেল অবরোধ করছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। রেল অবরোধের জেরে কার্যত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে পরে দুপুর পর্যন্ত। বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সূর্যপুর, গোচরণ, দক্ষিণ বারাসাত, বারুইপুর,জয়নগর মজিলপুর, মথুরাপুর, মাধবপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, করঞ্জলী, কাকদ্বীপ, নামখানা,হোটর,রাধানগর,মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার,সুভাষগ্রাম,ক্যানিং, চাম্পাহাটি, সোনারপুর সহ একাধিক রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। আর এর প্রভাবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় নামখানা, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং লোকাল বেশ কিছু জায়গায় আটকে পড়ে থাকে কয়েক ঘন্টা। যদি ও বিভিন্ন স্টেশনে এই রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে রেল পুলিশের একাধিক আধিকারিক ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের বচসা শুরু হয়।রেল লাইনের ওভারহেড তারের ওপর কলা পাতা দিয়ে আন্দোলন করেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

বিজেপির একাধিক কর্মী সমর্থক এ বিষয়ে এদিন জানান, মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে, সেই হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে লাল বাজার অভিযান করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি রাজ্য সভাপতি লাল বাজার অভিযানের পর বুধবার ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। দিকে দিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রাজপথ থেকে শুরু করে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আরজিকর কাণ্ডে এখনো অধরা রয়েছে অভিযুক্তরা, অভিযুক্ত দের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী চাইছি আমরা। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এই অবরোধের জেরে কার্যত ভোগান্তির শিকার হয়েছে এদিন নিত্যযাত্রীরা।শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনে দক্ষিণ বারাসাত ও জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বারুইপুর জিআরপি ও আরপিএফ এর পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বচসা হয়।এর পরে লাঠি উচিয়ে অবরোধকারী দের ছত্তভঙ্গ করে পুলিশ।এ দিন দুপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় নি শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায়।এদিন এই রেল অবরোধকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর রেল স্টেশনে।এখানে অবরোধ কারীদের মারধর করে রেললাইন থেকে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্রের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা যখন বারুইপুর রেল স্টেশনের কাছে অবরোধ করছিল সেই সময় তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের মৎস কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছায় এবং আন্দোলনকারীদের মারধর করে অবরোধ তুলে দেয় বলেঅভিযোগ। যদিও এই বিষয় জয়ন্ত ভদ্রবলেন, মানুষের অসুবিধা করে কোন আন্দোলন করা যাবে না। মানুষ অসুবিধার মধ্যে রয়েছে তাঁরা কলকাতায় যেতে পারছে না। তাই আমরা এসে শান্তিপূর্ণভাবে এই অবরোধ তুলেছি।তবে এদিন জয়নগরে ব্যাংক,এল আই সি, গ্যাস অফিস সহ সরকারি অফিস বন্ধ করতে গেলে পুলিশের সাথে হাতাহাতি ও বচসা ঘটে।বেশ কয়েক জন কে জয়নগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়।এদিন জয়নগর থানার পুলিশ ১৬ জন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার করে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।তবে এদিন জয়নগর, বহড়ু, দক্ষিণ বারাশত, নিমপীঠ, রায়দীঘি, মথুরাপুর,সহ বিভিন্ন এলাকায় বাজার, দোকান বেশিরভাগ খোলা ছিল। অফিস কাছারি, স্কুল কলেজ খোলা ছিল। রাস্তায় অন্য দিনের তুলনায় গাড়ি চলাচল কম ছিল। তবে মোটের ওপর বিজেপির এই ১২ ঘন্টার বনধকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ছবি ফুটে উঠছে।তবে তাদের এই বনধ সফল হয়েছে বলে এদিন দাবি করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর। তিনি বলেন, মানুষের সমর্থনে এদিন বনধ সফল হয়েছে।

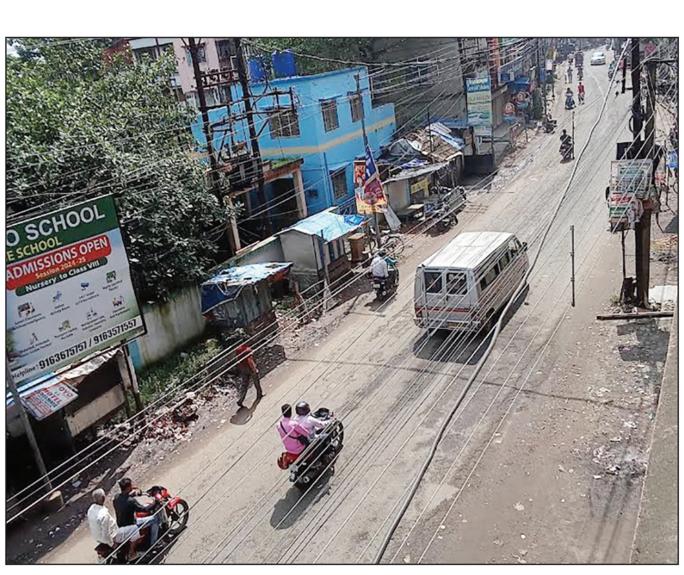

অন্যদিকে, বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বনধে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। এদিন সকাল থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এদিন সকালে ৯টার আপ ট্রেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যানিং ষ্টেশনে। জানা গিয়েছে বিদ্যাধরপুর এলাকায় বনধ সমর্থদের জন্য গোলযোগ হয়। এছাড়াও ক্যানিং ষ্টেশনে বেশকিছু যাত্রী টিকিট কেটে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরে বেশকিছু যাত্রী টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হবে বলে গোলযোগ পাকানোর চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং আরপিএফ আধিকারীক পঙ্কজ কুমারের নেতৃত্বে রেলপুলিশ ও ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম কুমার মণ্ডল,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ক্যানিং ষ্টেশনে হাজির হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।পরে অবশ্য ১০টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল।নদী এলাকায় পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা সচল ছিল। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদারের নেতৃত্বে বাসন্তীর পালবাড়ি এলাকায় বনধ সমর্থকরা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার আইসি অভিজিত পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। জনজীবন যাতে ব্যহত না হয়,বনধ সমর্থদের কে হটিয়ে দেয়।পাশাপাশি বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার কে আটক করে। যদিও কয়েক ঘন্টা পর ছেড়ে দেওয়া হয় বিজেপি নেতাকে। অন্যদিকে এদিন সকাল থেকে ক্যানিং শহর ও জীবনতলা এলাকায় জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। যদিও অন্যান্য দিনের মতো রাস্তায় যানবাহন ছিল সংখ্যায় কম।

হাওড়া থেকে সঞ্জয় চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, আর জি কর মেডিকেল কলেজে মহিলা ডাক্তারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এখন রাজ্য,দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদে সরগরম। সকলের একটাই দাবি দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির চাই। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারী–পুরুষ সকলে এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে। নবান্ন অভিযানের পরেরদিন ধর্মঘট ডাকা হয়। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও জনতার খণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

এদিন হাওড়া ডোমজুড়ে বন্ধে আংশিক প্রভাব পড়ে বলে। সকালের দিকে হাতে গোনা কয়েকটি বাস চলাচল করলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কমে যায়। আবার দুপুরে পর কিছু বাস চলাচল করে। সাধারণ মানুষ অটো,টোটোর উপরে নির্ভর করেই মূলত যাতায়াত করে। দফায় দফায় বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করে মহিলা পুরুষ সকলেই। তাদের একটাই শ্লোগান নির্লজ্জতা ন্যায় বিচার ও নবান্ন অভিযানের আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করা হল কেন। হাওড়ার প্রায় সর্বত্রই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

‘ফোঁস’

রাজনীতিতে ফোঁস করার ঘটনা হামেশাই ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে অন্যায়কারীকে সর্পফনার মত ভয় দেখাতে বলা আছে। বাস্তবক্ষেত্রে কোন ক্ষতি না করে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে এমন দাওয়াই–এর বিধান আছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর জি কর হাসপাতালে আন্দোলনকারীদের আন্দোলন ও বিরোধীদের লাগাতার ‘পদত্যাগ’ দাবি প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেই ‘বদলা নয় বদল চাই’ –এর নীতি বাক্য থেকে কিছুটা সরে এসে এমন ফোঁস করবার প্রসঙ্গ টেনেছেন।

ব্যক্তিজীবনে ‘ফোঁস’ এর যেমন প্রয়োগ ঘটে, গোষ্ঠী বা বৃহত্তর সমাজ জীবনে বহু ভাবনায় ভাবিত জনসাধারণের মধ্যে ‘ফোঁস’ এর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে যা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পুস্তকে উল্লেখ করা বাক্যবন্ধ থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে।

সারা দেশেই নারী নির্যাতন কিংবা হিংসা নানা আর্থসামাজিক কারণের পাশাপাশি মূল্যবোধের দুর্ভিক্ষের কারণেই বাড়ন্ত নিহত নির্যাতিতার সঠিক বিচারের দাবিতে দেশ উত্তাল। এরাজ্যে একটানা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিবাদ মিছিল, সভা–সমাবেশ চলবে প্রতিদিন। অভূতপূর্ব এমন গণ আন্দোলন সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হিংসার পরিমান দৃষ্টিকটূভাবে ক্রমবর্ধমান। সম্ভাব্য নানা না পাওয়া ও বঞ্চনার পুঞ্জিভূত ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যে বেড়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ‘ছাত্র’ আন্দোলনের নামে সামাজিক মৌলবাদী ঝড় সমাজে যে দীর্ঘকালীন ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব কিছুটা হলেও ভিন্ন আঙ্গিকে এ বাংলায় প্রভাব ফেলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে যে ‘নবান্ন’ অভিযান হয়েছে তা নিয়ে নানা ভিন্নমত থাকতে পারে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে এমন অস্থির পরিস্থিতি কী অনিবার্য ছিল? নাকি প্রথম থেকেই প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় রাখলে এবং কোন কাউকে আড়াল করার প্রয়াস না করে মানুষের বিশ্বাস অর্জন জরুরী ছিল। অন্যদিকে ন্যায় বিচারের আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে গড়িয়ে যাওয়া কী শোভনীয় হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করলে অন্যান্য রাজ্যেও তার প্রতিক্রিয়া ছড়ানো হবে – এমন ভাবনা কী যথাযথ? প্রত্যেক ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া থাকে তেমনি প্রতিদিন আর জি কর তদন্তের নানা সত্য প্রকাশ্যে আসাতে জনমান তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। জনগণের ‘ফোঁস’ অনেকসময় সার্বিকভাবে দেশের সমাজ জীবনে বিষময় হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সব পক্ষকেই সংযত হওয়া জরুরি ন্যায়ের স্বার্থে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

শুধু। তাই তিনি জগতের কোশ স্বরূপ। অতীব সূক্ষ্মতার কারণে তিনি দুর্জেয়, দুর্জেয় বলে তিনি তমঃ এবং চিন্ময় রূপে প্রকাশপদবাচ্য। তিনিই সম্বিদ্, তাই তাঁর অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য, আবার ইন্দ্রিয়াতীত বলে তিনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভবযোগ্য হন না। ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি লভ্য নন বলে তিনি দূরস্থ, আবার চিৎস্বরূপ বলে নিজবোধে লভ্য হয়ে তিনি সন্নিকটস্থ। নিজসম্বেদনে তাঁকে জেনে নিলে সর্বভূতে, সর্বসত্তায় দর্শন করা যায়। তাই পর্বত–নদী–আকাশ–প্রাণী–কীট সকলই সেই অণুতে অবস্থিত দেখা যায়। এই জন্যই বলা হয় চিদণুতে মহাপর্বত অবস্থিত। আবার তৃণ হতে ব্রহ্মাণ্ড সর্বত্রই তিনি বিরাজিত বলে তাঁকে সর্ব্ববৃহৎ শৈলাকার বলা হয়। তিনি নিমেষরূপে প্রতিভাস গ্রহণ করে নিমেষ হন, আবার কল্পরূপে প্রতিভাসিত হয়ে কল্প হন। মন–দর্পণে যেমন সুবিশাল নগর দৃষ্ট হয়, তেমনই নিমেষের মধ্যে কল্প এবং কল্পের মধ্যে নিমেষ প্রতিভাত হয়। পর্বত–কল্প–অগ্নি– প্রাণী সবকিছুই চৈতন্যের মধ্যে অবস্থান করে ভ্রান্তিবিলাস হয়ে, তাই দ্বৈত এবং অদ্বৈত বলে আর কিইবা থাকে? মনে যা উদিত হয় তা সত্য আরযা উদিত হয় না তা অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়। দুঃখকালে নিমেষকে সুদীর্ঘ কাল এবং সুখের কালে কল্পকালও নিমেষ বলে মনে হয়। সুতরাং কল্প–নিমেষ, দূর–নিকট, সুখ–দুঃখ, আলো–অন্ধকার এইসব আদৌ অস্তিত্বশূন্য মনোবিকারে এই ভেদগুলি প্রতীত হয় মাত্র। সমস্ত ভেদাত্মক সত্তা আসলে অভিন্ন। আত্মাই যাবতীয় সত্তা সমূহের সারবস্তু, তিনি সকল সত্তায় প্রকটিত, তাই তাঁকে প্রত্যক্ষ বলা যায় প্রত্যক্ষ হলেও তিনি ইন্দ্রিয়াতীত বলে অপ্রত্যক্ষও নিশ্চয়। আত্মা স্বরূপ–অংশে চেতন এবং জগদংশে অচেতন। আত্মা সর্বময় অবিনাশী বলে সৎ এবং দুর্জেয় বলে অসৎ। চৈতন্যের স্ফুরণে অদ্বৈতজ্ঞান এবং চৈতন্যের আবরণে জগৎ। যে মহাজন জগতের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞাত হয়েছেন, তিনি সর্বত্র, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন, সত্য ভিন্ন অন্য অসত্য কোন সত্তার অবস্থিতি তাঁর জ্ঞানে বিন্দুমাত্র থাকে না। শান্ত, সর্বময়, অখণ্ড আত্মাই একমাত্র আছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই, কিছু হয়ও না।

কর্কটী বলল, মন্ত্রীর উত্তর শোনা হল, এবার রাজা উত্তর করুন। রাজা বললেন,– জ্ঞানিগণ যাঁকে জগদ্ভ্রমের অপসারক পরম জ্ঞান বলেন, যিনি চিত্তের উদ্ভবে অদৃশ্য ও চিত্তবিনাশে পুনরায় উদিত হন, যাঁর মায়াশক্তিবলে জগতের রচনা এবং বিলয় হয়, যিনি অবাচ্য অথচ বেদবাক্যের চরম লক্ষ্য, সেই ব্রহ্মই বেদের আলোচা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

‘ন্যায়’ আইনের ফাঁদে কি জটিল হয় নাকি, জটিল করে কুটিলরা

নিমল গোস্বামী

এক জমিদার বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে যাবার জন্য সেজেগুজে হাতে বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে যাবে– এমন সময় বাড়ির পুরানো নাইট গার্ড এসে জমিদারের পায়ে কেঁদে পড়লে। বাবু আজ আপনি যাবেন না। গেলে আপনার খুব বিপদ হবে। কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আপনি জঙ্গলে মরে পড়ে আছেন। আপনি আমাদের মা বাপ হুজুর, আপনার কিছু হলে আমরা সকলে অনাথ হয়ে যাব। জমিদার গিন্নিও পাশেই ছিলো। এই অমঙ্গলের কথা শুনে স্বামীকে তিনিও যেতে দিলেন না। জমিদার অনেকটা বাধ্য হয়েই সে দিন আর শিকারে গেলেন না। বাকী ইয়ার বন্ধুরা চলে গেল। পরদিন খবর পাওয়া গেল যে ইয়ার বন্ধুদের গাড়ী পাহাড়ি খাদে পড়ে গেছে এবং গাড়িতে থাকা সকলেই মারা গেছে। এই জমিদার মনে করলেন যে কাল আমাকে বাধা না দিলে আমিও গাড়িতে থাকতাম এবং মরণ ছিল অবধারিত। তখন তার জীবন বাঁচানো নাইট গার্ডকে ডেকে পাঠালেন। গার্ড আসতেই তিনি তাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দিলেন। কারণ এই গার্ডের জন্যই তার জীবন বেঁচেছে। গার্ড খুশি মনে চলে যাবার উপক্রম করতেই জমিদার বললেন– এই শোনো, তুমি তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আজই বাড়ি থেকে চলে যাও–তোমাকে আর কাজ করতে হবেনা। পাশে জমিদার গিন্নি ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, এ তোমার কেমন বিচার হল? যে তোমার জীবন বাঁচালো তাকেই বরখাস্ত করছ। জমিদার বললেন জীবন বাঁচাবার জন্য ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওকে পুরস্কৃতও করেছি। কিন্তু ও কর্তব্যে অবহেলা করেছে– তাই ওকে বরখাস্ত করছি। গিন্নি প্রশ্ন করেন কর্তব্যে অবহেলা কোথায় করল? জমিদার বললেন ওর কাজ রাত্রিতে পাহারা দেওয়া। ও সেটা না করে রাত্রিতে ঘুমোয়– তাই ও স্বপ্ন দেখেছে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কর্তব্যে ও অবহেলা করেছে–তাই ওকে ছুটি দিয়ে দিলাম। এই গল্পে ন্যায় কত সহজ সরল ভাবে প্রকাশ হল। নাইট গার্ড তার অপরাধ মেনে নিয়ে চলে গেল। মানুষের জীবনের থেকেও কর্তব্য বোধ আরো বড়। একজনের কর্তব্যে অবহেলার জন্য অনেক প্রাণ অনেক সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে।

আর–জি করে একজন কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তার ধর্ষিতা হলেন, খুন হলেন। সেই আর–জি করের বড় মাপের দারোয়ান হলেন হসপিটালের সুপার। তাঁর অধীনে সকলে চাকরি করে। তিনিই সব কিছু পরিচালনা করেন। এই খুন ধর্ষনের জন্য তার সুরক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও ফাঁক ছিল বা ইচ্ছা করে ফাঁক করা হয়েছিল যাই ঘটুক, দায় কিন্তু তারই। কর্তব্যে অবহেলার জন্য চাপে পড়ে সুপার পদত্যাগ করল আর সঙ্গে সঙ্গে সরকার তাকে অন্য হাসপাতালের সুপার করে পাঠাল। গল্পের জমিদার যা পারল আমাদের সংবেদনশীল সরকার তার পারলো না কেন?

প্রশ্নও উঠে, আর–জি কর হাসপাতল তো গড়ের মাঠ নয়। যে ইচ্ছা হল যাই একটু হাওয়া খেয়ে আসি রাত তিনটের সময়! একজন সিভিক পুলিশের ইচ্ছা হল রাত্রির ১টার সময় অনায়াসে বিনা বাধায় একটার পর একটা কোপালসিবাল গেট পেরিয়ে তিনতলায় গিয়ে সেমিনার রমে ঢুকে এক ঘুমন্ত ডাক্তারকে মুখ ও গলা টিপে ধর্ষন করে খুন করে– আবার স্বাভাবিক অবস্থায় সব পথ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। কেউ কিছু জানতে পারলনা?

তখনকার দিনে সিঁধেল চোরেরা নাকি নিদলী মন্ত্র পড়ে ঘরের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিত। তারপর সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকত। প্রশ্ন জাগে, আর জি করের ধর্ষক কী নিদলী মন্ত্র জানত? তাই হাসপাতালে অত ডাক্তার, নার্স, আয়া, গার্ড এরা সকলকে ঘুমে আছন্ন করে দিয়েছিল তাই কেউ কিছু জানতে পারল না। পক্ষান্তরে মনে হচ্ছে। যেন সিনেমার সুটিং স্পষ্ট। চিত্রনাট্য সাজানো। এক খুনি রাত্রি ১ টার সময় মত্ত অবস্থায় হাসপাতালে বিনা বাধায় ঢুকবে ধর্ষণ করবে খুন করবে, আবার বেরিয়ে যাবে। একটা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছা করছে। যদি কোন সরকারি হাসপাতালে আমি–আপনি বিনা ভিজিটিং কার্ড ছাড়া কোন রুগীর সাথে দেখা করতে চাই তো আমরা ঢুকতে পারব কি? অভিজ্ঞতা বলে পারব না। তাহলে ওই ব্যক্তি রাত্রি ১ টার সময় কি করে ঢুকল? সে তো হাসপাতালে কর্মরত কর্মী নয়, বা চারতলায় তার কোয়ার্টারও নেই। ফলে কে ঢুকতে দিল, কেন ঢুতে দিল, তার তদন্ত কোথায়?

সুপার থেকে পুলিশ। হাসপাতালের সুরক্ষা যাদের হাতে তারাই ভয় পেয়ে পালাল। গুণ্ডারা সব ভেঙে চুরে প্রমান লোপাট করে দিল। পুলিশদের কর্তব্য ছিল গুণ্ডাদের আটকানো। আটকাতে গিয়ে কারো মাথা ফাটত, যদি আহত হতো এবং একজনকেও যদি পাকড়াও করতে পারত, তাহলে বোঝা যেত যে তারা কর্তব্য পালন করেছে। যারা কর্তব্যে অবহেলা করল সেই ঢাল তরোয়াল ধারী সিপাই, মন্ত্রী বা তাদের পরিচালক সেনাপতির শাস্তি হল না। তুমি দায়িত্ব নিয়ে যদি দায়িত্ব পালন না করো তবে তা কি আইনযোগ্য অপরাধ নয়? সাধারণ জ্ঞান বলবে যে তারা অপরাধী এবং তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য যে প্রাণ এবং বস্তুর যা ক্ষতি হয়েছে তার গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

পুলিশ থেকে সিবিআই ২৫–২৬ দিন ধরে তদন্ত করে করে হদ্দ হয়ে পড়লো, তবুও কারো শাস্তির বিধান হল না। একজনও অ্যারেষ্ট হল না। দেশের সর্বস্তরের মানুষ ন্যায় চাইছে।কিন্তু দেবেটা কে? এখানে ন্যায় আর আইন যেন চোর পুলিশের খেলা। কোন ন্যায় সকলেই জানে কিন্তু ন্যায় দেবার অধিকারি যারা তারা আইন খোঁজে যাতে ন্যায় না পায় প্রার্থী। যাদের মেয়ে মরল তাদের বডি দেখতে দিল না। দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখল কেন? তার মেয়ে কি সন্ত্রাসবাদী। যারা দেখতে দিল না তাদের শাস্তি হওয়া দরকার, কিন্তু হয় নি। ঘটনাস্থলের পাশে সুব্রত মেটানোর জন্য যারা ঘর ভাঙার অর্ডার দিল তারা কেউ কচি খোকা নয়। জেনে বুঝে দিয়েছে, তাদের ধরা হবে না কেন? বিভিন্ন পর্যায়ে যারা কাজে অবহেলা করেছে তাদের ধরে জেলে পুরলেই সব সত্য বেরিয়ে আসত। পলিগ্রাফ পরীক্ষার প্রয়োজনই হতো না।

আমরা সরকারের কাছে ন্যায় চাইছি। সরকারই ন্যায় দিতে চাইছে না। প্রকৃত সত্য খুব সহজ পথে জানা যায়। যদি না আইনের বেড়াজাল সত্যপ্রকাশের পথ রুদ্ধ করে।

কলকাতা হাইকোর্ট ৩৩ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল। তারপর সরকার সুপ্রিম কোর্ট গেল। শোনা যাচ্ছে যে পর্ষদ নাকি ১১০০ জনকে চিহ্নিত করেছে। তাহলে পত্রপাট তাদের বরখাস্ত করে ওই পদে ওই প্যানেলে যারা ছিল তাদের নিয়োগ করুন। সরকার তা করেনি। বসে আছে সুপ্রিম কোর্টি কি বলে তার জন্য। সত্য যখন সামনে এসেছে তখন তা কার্যকরী হবে না কেন? তবে কি সত্য বা ন্যায়ের সঙ্গে আমাদের দেশের আইনে বৈরীতা আছে? সহজ ন্যায় আইনের ফাঁসে জটিল হয়ে যায় না, জটিল করে কুটিলরা।

শিশুদের একটা বড় অংশের কোমর ও মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে

শিক্ষার হাল / ১২

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

সারণী: ৮ বিভিন্ন রাজ্য ২০১৮ এবং ২০২২ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেনীর শিশুর দ্বিতীয় শ্রেনীর বই পড়তে পারে এমন

রাজ্য	২০১৮	২০২২
অন্দ্রপ্রদেশ	২২.৬	১০.৫
আসাম	১৪.৪	১০.১
বিহার	১২.৩	১২.৯
ছত্তিশগড়	২৫	২০.৭
গুজরাট	৩২.৩	২৩.২
হরিয়ানা	৩৩.৫	২১.২
কেরালা	৪৩.৪	৩১.৬
মধ্যপ্রদেশ	১০.৪	৭.৯
ওড়িশা	৩৪.৯	২৬.৩
রাজস্থান	১০.৩	৭.৭
তামিলনাড়ু	১১.৬	৪.৭
ত্রিপুরা	২৫.৩	১৫.৩
উঃ প্রদেশ	১২.৩	১৬.৪
পশ্চিমবঙ্গ	৩৬.৬	৩২.৬

উৎস ঃ এএসইআর ২০২২, পৃ ৫৫

উপরোক্ত সারণী (৮) থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় শ্রেণিতে পাঠরত শিশুদের একটা বড় অংশ দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারছে না। ভারতবর্ষে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে ৬–১৪ বছর বয়সি সকল শিশুর একদিকে যেমন বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে; ঠিক তেমনিভাবে ‘নো ডিটেনশান পলিসি’ অর্থাৎ পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের শিশুদের একটা বড় অংশের কোমর ও মেরুদন্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একবার দেখা যাক্ প্রাথমিক শিক্ষার লজ্জাজনক চিত্র। ২০১৮ সালে যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রদের ২২.৬ শতাংশ শিশু দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারত, সেই সংখ্যাটা ২০২২ সালে হতাশাজনকভাবে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০.৫ শতাংশ। এইভাবে আসামে ২০১৮ সালে ছিল ১৪.৫ শতাংশ। আর সেই সংখ্যা ২০২২ সালে কমে হয় ১০.১ শতাংশ। তবে বিহারে ২০১৮ ও ২০২২ এর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। গুজরাটে ৩২.৩ শতাংশ (২০১৮) থেকে কমে গিয়ে ২০২২ সালে হয় ২৩.২ শতাংশ। কেরালাতে ৪৩.৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩১.৬ শতাংশ। তামিলনাড়ুতে সংখ্যাটা বেশ চোখে পড়ার মতো। ২০১৮ সালের ১১.৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে মাত্র ৪.৭ শতাংশ। এই রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। আর এই সংখ্যাটা উত্তরপ্রদেশে যেখানে ১৬.৪ শতাংশ (২০২২ সাল), আমাদের রাজ্যে তার দ্বিগুণ। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে ৩২.৬ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারে। এটা কিছুটা স্বস্তিদায়ক হলেও তা গৌরবজনক কিছু নয়। কারণ আমাদের রাজ্যে এক তৃতীয়াংশেরও কম তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারে। আর বাকি ৭৭.৪ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণির শিশুরা দ্বিতীয় শ্রেণির সাধারণ বইপত্র পড়তে পারে না। অতএব বিষয়টি গভীর দুঃশ্চিন্তার বটে।

এই গভীর সংকট ও দুর্দশার কারণ:

এখন আমরা একটু দেখে নেব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কেন এতটা পিছিয়ে পড়েছে। এএসইআর ২০২২–এর প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমীক্ষক দলটি ২০২১ সালে গ্রাম বাংলার ১৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে মোট ৪৮০টি বিদ্যালয়ে এই সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন। গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন ২০১০ সালে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার দিল ৬৮.৫ শতাংশ। সেটা ২০২২ সালে বেড়ে হয়েছিল মাত্র ৬৮.২ শতাংশ। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারে তেমন কিছু হেরফের হয়নি। আবার শিক্ষক–শিক্ষিকাদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদনে (এএসইআর ২০২১, পৃ ২৫৭) উল্লেখ করা হয়েছে ২০১০ সালে যেখানে ৮৫.৬ শতাংশ শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতেন, সেটা সামান্য বেড়ে ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছিল ৮৬.৩ শতাংশ।

তাহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যেখানে ২০১০ সালে বিদ্যালয়ে রান্না করা মিডডে মিল সার্ভ করা হত ৬৩.৪ শতাংশ, সেটা ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৮১.৬ শতাংশ। আর আনন্দের বিষয় হল ২০২২ সালে এ রাজ্যে ৯২.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে রান্না করা মিডডে মিলের খাবার শিশুদের খাওয়ানো হয়েছিল। ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল যেখানে ৬৭.২ শতাংশ বিদ্যালয়ে; সেখানে ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮১.২ শতাংশ। অবশ্য ২০২২ সালে সেই সংখ্যাটা একটু কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৮.১ শতাংশ। ২০১০ সালে বিদ্যালয়গুলিতে মাত্র ৩২ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার ছিল, সেখানে ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৮১.০ শতাংশ। (ক্রমশঃ)

দেশ দেশান্তরে

মিশর উৎসবে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী

অভীক মিত্র

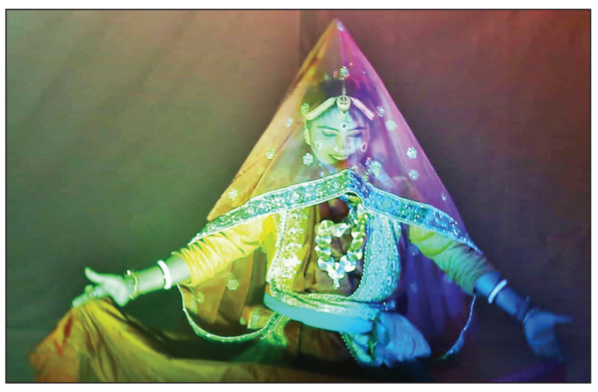

১ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর মিশরে ৩১তম কাইরো আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে মানব পুতুল নাটক বেহুলা লক্ষ্মীন্দর পালা মঞ্চস্থ করবে লাভপুরের বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী। ৮৮ দেশের শিল্পীরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু মাত্র আটটি দেশ সুযোগ পেয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার একমাত্র সুযোগ পেয়েছে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী। এর আগে তিনবার ভারত চান্স পেয়েছিল। বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর ১২ সদস্য আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ১২ জন হলেন বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর কর্নধার তথা কুরুমবা মুকুন্দলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক উজ্জল মুখোপাধ্যায়, লাভপুর ব্লকের ধডাঙগা জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক কাজল মুখোপাধ্যায়, সিউড়ি ইউপি পাবলিক স্কুলের শিক্ষক দীপ মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী, তুফানচন্দ্র কোনার, অন্বেষা ঘোষ, রূপা সুতার, অর্পিতা ঘোষ, মৃন্ময়ী মণ্ডল, প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী, কাজী মেহবুব ইসলাম এবং কাজী খাইরুল ইসলাম। বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর কর্নধার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, এই প্রথম দেশের পতাকা নিয়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া গেছে, এ বড়ো সৌভাগ্যের। এখনও পর্যন্ত দেশে ৪৭৮ বার মঞ্চস্থ হয়েছে নাটকটি। এই নাটক বিশ্ব রেকর্ডও করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই নাটক আমরা মঞ্চস্থ করেছি। ২০০৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এই নাটক আমরা প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলাম। বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর সদস্য কাজল মুখোপাধ্যায় বলেন, ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর আমরা মিশর নাট্য উৎসবে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর পালা মঞ্চস্থ করবো। এই বিদেশযাত্রায় আমরা সর্বতভাবে পাশে পেয়েছি বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক বিধান রায় এবং লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাকে। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার প্রাক্তনী অমিত বন্দোপাধ্যায় আমাদের শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

নিখোঁজ ব্রিটিশ ধনকুবের

সুমন্ত ভৌমিক

ইতালির দ্বীপ সিসিলির উপকূলে গত সোমবার একটি বিলাসবহুল ক্রুস ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ব্রিটিশ প্রযুক্তি উদ্যোক্তা মাইক লিঞ্চ ও তার মেয়ে হান্না লিঞ্চ নিখোঁজ হন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে বায়েসিয়ান নামের ৫৬ মিটার দৈর্ঘ্যের সুপার ইয়ট ক্রুসটি ডুবে যাওয়ার পর একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখন ছয়জন নিখোঁজ রয়েছেন। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অটোনমির সহপ্রতিষ্ঠাতা মাইক। পরে তিনি আরও কয়েকটি সফল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। কেউ কেউ এই ধনকুবেরকে যুক্তরাজ্যের বিল গেটস বলে থাকেন। মাইকের স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা বেকারেসকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। কোম্পানি বিক্রিকে কেন্দ্র করে একটি আইনি লড়াই শুরু হয়, যা এক দশকের বেশি সময় ধরে চলে। কোম্পানি বিক্রির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া একাধিক জালিয়াতির মামলা থেকে গত জুনে খালাস পান মাইক। দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি দুই দশকের বেশি মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন। ইয়ট ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে সেদিনই, যেদিন তার সঙ্গে মামলায় আসামি হওয়া স্টিফেন চেম্বারলিনের মৃত্যুর খবর আসে। তিনি গত শনিবার যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজশায়ারে জগিং করার সময় গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন। তার আইনজীবী এই তথ্য নিশ্চিত করেন। ব্রিটিশ প্রযুক্তি মোগল মাইক ২০১১ সালে মার্কিন কম্পিউটিং জায়ান্ট এইচপির কাছে তার কোম্পানি অটোনমি ১১ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে তার সম্পদ বাড়ান।

যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করল রাশিয়া

রাশিয়ার পশ্চিমের কুরস্ক অঞ্চলে আক্রমণ করে ওই অঞ্চলের একটি অংশের দখল নিয়েছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার ভূখণ্ডে এটাই বিদেশি কোন বাহিনীর সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, রাশিয়া এর সমুচিত জবাব দেবে। পশ্চিমা দেশগুলো আসলে আগুন নিয়ে খেলছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তা শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে রাশিয়া। মস্কোতে এক সংবাদ সম্মেলনে লাভরভ বলেন, আমরা আরও একবার নিশ্চিত করে বলছি, ছোট শিশুরা যেভাবে দেশলাই বাক্স নিয়ে খেলে, সেভাবে আগুন নিয়ে খেলা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। ২০২২ সালে ইউক্রেনে আক্রমণ করে রাশিয়া। তখন থেকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো জড়িয়ে পড়লে এ যুদ্ধ আরও বড় আকার নেওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধ জড়াতে চায় না। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, বিদেশ থেকে পাওয়া অস্ত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার জন্য পশ্চিমাদের কিয়েভের অনুরোধ বিবেচনায় নেওয়া ঠিক হয়নি। এটা করে তারা যুদ্ধের ব্যাপকতা আরও বাড়াতে চাইছে এবং বিপদ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমেরিকানরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত যেকোন আলাপকে বিতর্কিতভাবে ইউরোপের ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখে। অর্থাৎ কেবল ইউরোপই তার ফল ভোগ করবে। রাশিয়া তার পারমাণবিক নীতি আগেই পরিষ্কার করেছে বলেও জানান তিনি।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ঘুরতে যেতে কে না ভালোবাসে! তাও যদি আবার হয় পাহাড়ের রানী দার্জিলিং–এ তাহলে তা ব্যাপারই আলাদা। আবার অনেকে রয়েছেন যারা বেশি ভিড় পছন্দ করেন না নিরালা নিরিবিলির জায়গায় সময় কাটাতে চান। তাদের জন্য রয়েছে উত্তরবঙ্গের দুর্দান্ত একটি স্পট নাম 'চারখোল'। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই ছোট পাহাড়ি গ্রাম। পাহাড়ের সৌন্দর্য যেমন রয়েছে, পাশাপাশি পাইন ওক গাছের জঙ্গল রয়েছে। এই এলাকায় যদি একটু উঁচু জায়গায় থাকা যায় তাহলেই দর্শন মিলবে কাঞ্চনজঙ্ঘার। স্বচক্ষে কাঞ্চনজঙ্ঘা কে দেখতে পারার উপলব্ধি আলাদা। পাশাপাশি নিচে দেখা যেতে পারে কালিংপং ও শিলিগুড়ি কে। আশেপাশেই রয়েছে ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে দেখা যাবে দুর্দান্ত দৃশ্য। যাবেন কিভাবে? নিউ জলপাইগুড়ি অভিমুখী ট্রেনগুলি ধরতে হবে হাওড়া স্টেশন থেকে। তারপর গাড়ি করে চলে যেতে হবে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে গাড়ি ভাড়া করে এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে। এনজিপি থেকেও চলে যাওয়া যাবে তবে সেক্ষেত্রে ভাড়াটা একটু বেশি লাগবে। থাকবার জন্য হোটেলের পাশাপাশি রয়েছে হোমস্টেও। অপরূপ মনোমুগ্ধকর এই স্থানে বেশ কয়েকদিন কাটাতে দুর্দান্ত লাগবে।

পরিছন্নতায় বিশেষ নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে পরিষ্কার পরিছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। চলছে সাফাই অভিযান, শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার জন্য অভিযান চালানো হয়। এদিন যাবতীয় কাজ পরিদর্শন করতে যান রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব।

বানচাল ডাকাতির ছক, ধৃত৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বাগডোগরা জংলি বাবা মন্দির মোড়ে ডাকাতি করবার উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৬ দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো শিলিগুড়ি মহাকুমার বাগডোগরা থানা। ধৃতরা হল নরেন বর্মন, ধিরাজ রায়, স্বপন সূত্রধর, মহম্মদ রহমান বাগডোগরার গোঁসাইপুরের রূপসিং জোতের বাসিন্দা। পাশাপাশি প্রকাশ টিগ্গা ও কৃষ্ণ মিঞ্জ মুনি চাবাগান এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে তদন্তে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

বাঘের মুখ থেকে ২বার ফিরলেও

প্রথম পাতার পর

পাড়ার লোক যা বোঝার বুঝে গিয়ে আর জঙ্গলমুখো কেউ হয়নি। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, এখনো কি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যাওয়া হয়? উত্তরে অনাথ জানান, কাকড়া না ধরলে সংসার চলবে কি করে। বাড়িতে স্ত্রী এক মেয়ে এক ছেলে আছে কিভাবে চালাবো সংসার। আমাদের এখানে একশো দিনের কাজ তো বন্ধ হয়ে গেছে অন্য কোন বিকল্প কর্মসংস্থান নেই। তাই প্রাণ হাতে করে জঙ্গলে যেতেই হয়, যা থাকে কপালে। অনাথের স্ত্রী কর্পূরিশীল জানালেন, দু দুবার বাঘের মুখোমুখি হয়ে এবং বাঘের সঙ্গে লড়াই করে শারীরিকভাবে অনাথ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কানেও কম শোনে। কিন্তু পেটের টানে আমাদের জঙ্গলে যেতেই হবে।

রাজ্য ফিরল প্রতিবাদে

প্রতিবাদের হাওয়াই চটি রাস্তায় গড়াগড়ি। ছবি : অরুণ লোধ

প্রথম পাতার পর

ওইদিন পুলিশের সংযমী আচরণের জন্য পুলিশের বড়কর্তারা প্রশংসা করেন। যদিও ছাত্র সমাজের উপর পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গ বিজেপি ২৮ আগস্ট ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দেয়। বিজেপির ডাকা বাংলা বনধে চোখে পড়ে মিশ্র প্রভাব। তবে উত্তরবঙ্গে প্রভাব ছিল ব্যাপক। কলকাতার কোলে মার্কেটে বিজেপির সমর্থনে বনধ সফল করতে নামা বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে আটক করে পুলিশ। ওই দিনই ছিল শাসক তৃণমূল দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস। কলকাতার গান্ধী মূর্তির নীচে প্রধান বক্তা ছিলেন মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, অনেক সহ্য করেছি আর না। আগে বলেছিলাম 'বদলা নয় বদল চাই' এখন ও কথা নয়, যেমন ভালো বুঝবেন করবেন। রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ফোঁস করতে ছাড়বেন না। আসাম, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বাংলায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা হলে ওইসব রাজ্যেও আগুন জ্বলবে। জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এবার কাজে ফিরুন। আমি কারো বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর করিনি, এফআইআর করলে আপনাদের সার্ভিস জীবনে একটা লাল কালির দাগ পড়ে যাবে। এরপরই বিরোধী শিবির এবং জুনিয়র ডাক্তাররা আবার প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন। বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিষয়টি কে রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে নিয়ে আসেন। রাজ্যপাল কে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এমনকি দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তার এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আবার কলকাতাতে শুরু হয়েছে বিজেপির ধরনা। তৃণমূলও পাল্টা ব্লকে ব্লকে নানা কর্মসূচি নিয়েছে। যদিও এখনো সিবিআই আর জি কর হাসপাতালের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কোন সমাধান এখনো করতে পারেনি। সে নিয়েও মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। সবমিলিয়ে কলকাতা থেকে গ্রাম গঞ্জের রাজনীতি এখন উত্তাল। রাজনীতির বাইরের যারা সাধারণ নাগরিক তাদের একটাই বক্তব্য, আমরা অতশত বুঝিনা আমরা নির্যাতিতা অভয়ার প্রকৃত হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

গত শুক্রবার দুপুরে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে চলে মহিলা কমিশনে তালাবন্ধ অভিযান। নারী নিযাতন বেড়ে চলা ধর্ষণ, খুন এবং মহিলাদের অসুরক্ষা নিয়ে চুপ থাকার প্রতিবাদে মহিলারা মিছিল করে যায় মহিলা কমিশনের অফিসে।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

পাট চাষে নেই আশানুরূপ ফলন, হতাশ কৃষকরা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : রাজ্যের অন্যতম অর্থকরী ফসল হল পাট। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, মালদা, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশি পাট চাষ হয়ে থাকে। যদিও একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার বিভিন্ন জায়গায় পাট চাষে আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় কৃষকরা হতাশ। এখন পাট জমি থেকে জোরকদমে ফসল কেটে বিভিন্ন জলাশয়ে জাঁক দেওয়ার কাজ চলছে। কিছুদিনের ব্যবধানে পচা জাঁক থেকে পাটের আঁশ এবং পাটকাঠি ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তারপর পাটের লম্বা লম্বা আঁশগুলি গুচ্ছের আকারে ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেই ফসল বিক্রির জন্য তৈরি। কিন্তু, এবারে পাটের আঁশ ছাড়ানোর পর চাষিদের মুখের হাসি কার্যত উধাও। রাস্তার ধারে কিংবা মাঠেঘাটে স্তূপীকৃত পাটকাঠি আছে ঠিকই; তবে, আঁশের হিসেব কষতে বসেই পাট চাষিদের মাথায় হাত। পাট চাষের শুরু থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত মোটা টাকা খরচ করতে হয়। পাশাপাশি খামখেয়ালি আবহাওয়ার ধকল, অমানুষিক কায়িক পরিশ্রম তো আছেই। সবমিলিয়ে এই অর্থকরী ফসলের ফলন যদি পাট চাষিকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে না পারে তাহলে তো একরাশ হতাশা গ্রাস করবেই। এবার পাট চাষ টানা অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাটগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় চাষিরা মোটা টাকা খরচ করে বিকল্প সেচের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপরেও নিস্তার নেই। বহু কষ্টের ফসল স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বেড়ে উঠতেই বহু জায়গায় একাধিকবার শিলাবৃষ্টির আক্রমণের শিকার হয়েছিল। শিলাবৃষ্টিতে পাটগাছের ডগা ভেঙে গেলে ঠিকঠাক বাড়বৃদ্ধি হয় না। ফলে ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়। স্বাভাবিক নিয়মে পাটের আঁশ লম্বা, জটহীন মসৃণ ও ধবধবে রং হলেই উৎকৃষ্ট ফসল বলে গণ্য করা হয় এবং এজন্য ফসলের দামও তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকে। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এবারে ফলন ব্যাহত হওয়ায় কিন্তু অনেক জায়গাতেই পাটখেত থেকে সেই উৎকৃষ্ট তন্তু অর্থাৎ আঁশ মেলেনি। যেটুকু ফলন পাওয়া গিয়েছে তাতে পাট চাষের সব খরচ মিলিয়ে ঘরে লাভের টাকা তুলতেই নাভিশ্বাস অবস্থা বলে কৃষকদের একাংশের অভিমত। এপ্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে পাটচাষের উন্নতিতে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া(জে সি আই) সহ কৃষি গবেষণা বিষয়ক একাধিক সংস্থা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চাষিদের উন্নতিকল্পে রয়েছে বিস্তর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগও। পাট চাষের শুরু থেকে সেচ ব্যবস্থা, পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা, সহজে জাঁক পদ্ধতি সহ যান্ত্রিকভাবে তন্তু নিষ্কাশন, বিভিন্ন কাজে পাটকাঠির লাভজনক ব্যবহার, ফসলের বাজারজাতকরণ অর্থাৎ চাষের পদে পদে কৃষকদের নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যদিও প্রান্তিকক্ষেত্রের বহু কৃষকদের কাছে এসবের সুফল যে আজও পৌঁছয়নি তা এসময় মাঠেঘাটে গেলেই মালুম হয়। এখনও চাষিরা চিরাচরিত প্রথায় কাদামাটি, কলাগাছ, কলাপাতা, কচুরিপানা প্রভৃতি চাপিয়ে পাটের জাঁক দিয়ে চলেছেন। ফলস্বরূপ পাটের আঁশের রং কালচে হয়ে যাওয়ায় ফসলের গুণগত মান হারিয়ে ফেলছে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষিরা। পাট চাষের উন্নতিতে তৃণমূল স্তরে কৃষকদের যাবতীয় প্রশিক্ষণের আওতায় আনাটা আবশ্যিক। তবেই অর্থকরী ফসল পাট চাষের মাধ্যমে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

চারা গাছের বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে নিজের গ্রামকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের দরকার।আর তাই বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি নিলো প্রশাসন। ২৪ আগষ্ট জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ১২ টি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে কয়েকটি ফল গাছের চারা তুলে দেওয়া হলো পঞ্চায়েত সমিতির বহড়ুর অফিস থেকে। এদিন এই কর্মসূচির সূচনা করেন জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর মোল্লা, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল লস্কর সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ। এব্যাপারে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক বলেন, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে আম, সবেদা, লেবু ও জামরুল গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। মোট ৪৮ হাজার গাছের চারা এদিন বিতরণ করা হয়।

জেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মাছের চারা বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য উৎপাদনে। মৎস্য চাষিদের উৎসাহ ও উৎপাদন বাড়াতে তাই বিনামূল্যে জেলা জুড়ে মাছের চারা বিতরণ করল জেলা মৎস্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যদিয়ে জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের তৎপরতায় বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের সাবিত্রীতলা মোড় থেকে ২০০ জন মৎস্যজীবির হাতে ১০ কেজি করে মাছের চারা

তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে ছিলেন জয়নগর ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মণ্ডল, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, ব্লক মৎস্য আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এদিন নূর হোসেন পুরকাইত, রামদাস নস্কর, মনিরুদ্দিন নাইয়া, খাজেবক্স মোল্লা, আসমত গাজী, হাসিবুল গাজী, ভোলা খান, শাহরুখ খান, ইয়াসেল মোল্লা সহ মাছ চাষি খুশি মাছের চারা পেয়ে। তাঁরা বলেন, আমরা সরকারের এই সহায়তায় মাছ চাষ করে স্বনির্ভর হতে পারব।

মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ

রবীন দাস, পাথরপ্রতিমা : গত বৃহস্পতিবার সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বনবিভাগের চুলকাটি ক্যাম্পে অর্থাৎ রামগঙ্গা রেঞ্জের অন্তর্গত মৎস্যজীবীদের মৎস্যযান নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত হলো। তাদের দাবি সুন্দরবনের নদী ও খাড়িতে মাছধরার অধিকার বহাল রাখতে হবে। যে সমস্ত মৎস্যজীবীর মাছ ধরা বন্ধ করা হয়েছে তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বাঘ, কুমির হিংস্র জন্তুর প্রকৃতি দুর্যোগে দ্বারা মৃত মৎস্যজীবী পরিবারে একজনের সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। বনদপ্তরের অত্যাচার ও জুলুম হয়রানীর জরিমানা নেওয়া বন্ধ করতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরজিকর কাণ্ডে দৃষ্টিমূলক শাস্তির দাবি। বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত চুলকাটি নদী অবরোধ করেন মৎস্যজীবীরা। সংগঠনের সহ–সভাপতি অমল শাহ জানান,দাবি পূরণ না হলে আগামী ৪সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার সুন্দরবনের সমস্ত বিট অফিস, রেঞ্জার অফিসে বিক্ষোভ চলবে।

ডেকোরেটার্স শিল্প নানা সমস্যায় ভুগছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাঁচটি মহাকুমা জুড়ে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ব্যবসায়ী ডেকোরেটার্স শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাদের উপরে নির্ভর করে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানান সমস্যায় জর্জরিত জেলার ডেকোরেটার্স শিল্প। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রুরাল ডেকোরেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক মিত্র বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। প্রথমত যখন গাড়ি করে ডেকোরেটার্সের মালপত্র বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ অযথা হয়রান করেন ব্যবসায়ীদের। ১৮ শতাংশ জিএসটি ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার চিন্তা ভাবনা করলে ডেকোরেটার্স শিল্পের উন্নতি হয়। এখন বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি সব ভিলা তৈরি করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে যার ফলে ডেকোরেটার্স শিল্প মার খাচ্ছে। বেআইনি ভিলার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে। আমাদের শিল্পকে এমার্জেন্সির স্বীকৃতি দিতে হবে। কারণ ৩৬৫ দিনই বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগে থাকে। অথচ কোন বন্‌ধ হলে রাস্তাঘাটে আমাদের হেনস্তা করা হয়। দুধ মেডিসিন খবরের কাগজ যেরকম এমার্জেন্সি শিল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে আমরাও সেই এমার্জেন্সি শিল্পের দাবি করছি। আমাদের আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই আমাদের শিল্পকে কুটির শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমএসএমই নামে সরকারের যে লোনের ব্যবস্থা আছে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলে ভালো হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কমিটির ডাকে যখন আমরা ডিজে ভাড়া দিই তখন দেখা যায় পুলিশ আমাদের জেনারেটর সহ ডিজে বক্স তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু এব্যাপারে কমিটিকে তো তলব করতে পারে থানা আদৌ তারা পারমিশন নিয়েছে কিনা জানার জন্য। আমাদের এভাবে হেনস্থার মানে কি। পঞ্চায়েত বিধানসভা লোকসভা ভোটে আমরা কাজ করলেও যথাসময়ে আমরা টাকা পাচ্ছি না। এ সমস্যা শুধু জেলায় নয় গোটা রাজ্য জুড়েই চলছে। আমরা বিভিন্ন ব্লক জেলাতে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকেও অনেকবার সমস্যা জানিয়ে মেল করা হয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমাদের অনুরোধ আমাদের এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার সদর্থক ভূমিকা নিক।

ভাঙছে বিশ্বাসের প্রাচীর

প্রথম পাতার পর

ফোন আসছে। যত রাত গভীর হচ্ছে ততই উদ্বেগ বাড়ছে। ছেলেরা যারা রাতের ডিউটিতে কাজ করে তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। পাশাপাশি ১৭ দিন ধরে যারা তদন্তের দায়িত্বে সেই সিবিআই চরম অস্বচ্ছতায় উত্তাল করে দিচ্ছে বাংলার মাটি। এখনও পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা আর তল্লাশির পরেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না তারা। ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কয়েক জনের পলিগ্রাফ টেস্ট। তবু অপরাধীর সামান্যতম হদিশও মিলছে না। জনমনে উঠে আসছে সেটিং আর টালবাহানার ভয়। যেভাবে তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতায় নারী ধর্ষণ, খুন 'আনন্যাচরাল ডেথ' এর আওতায় চলে যাচ্ছে তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল এই ধামাচাপাকারীদের মদত দিতে এগিয়ে আসছে তারা যারা জনগণের সমর্থনের বড়াই করেন। তারা নির্বিবাধে ভাষণ দিচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কারা কার পক্ষে। নাগরিক সমাজের কণ্ঠ হাইজ্যাক করে নিতে চায় রাজনীতির কুটিল আবর্ত। তবুও এ বাংলা আজ অনেক সাহসী। তারা জানে কীভাবে রাজনীতির রঙ গায়ে না মেখে এগিয়ে যেতে হয়। এ বাংলা সহ্য করে করে পালটে গিয়েছে। কোনও হুমকিতেই পিছুপা নয় বাংলার মানুষ। কেরিয়ারের তোয়াক্কা না করে ডাক্তাররা তাদের আন্দোলনে অনড়। রাজনীতি যতই দাপাদাপি করুক না কেন, মানুষ এখন এককাট্টা। প্রতিদিন তারা নিজের লড়াইয়ে পথে নামতে কসুর করছেন না। বুঝে গেছেন, এই পথের শেষেই আছে নতুন ভোর, নতুন আগমনী। সেটাই জয় করতে হবে বাঙালিকে।

সৈকত–মন্দির দূরত্ব কমেছে ২০০ ফুট

প্রথম পাতার পর

তাই তা ঠেকাতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই নদী এবং সমুদ্র দুই বিশেষজ্ঞকে নিয়ে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সাগরের বিডিও কানহাইয়া কুমার ও সেচ দপ্তরের অফিসারেরা।

সব মিলিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। সমীক্ষায় নেমেছে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর। রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে সেচ দপ্তরের হাতে। আগস্ট মাসে মানস ভূঁইয়া মন্ত্রী হওয়ার পর সেচ দপ্তর রাজ্যের ভাঙ্গন কবলিত এলাকার সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের আশা এবার মন্দির রক্ষায় সেচ দপ্তর সাগরের ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা নেবে।

এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, 'নদী ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর রায়চৌধুরী এবং বিভাস বর্মন ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। জোয়ার—ভাটার সময় তাঁরা পর্যবেক্ষণ করবেন, ভাঙন কবলিত এলাকায় মাটির কী পরিস্থিতি হচ্ছে। তার উপর একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই রিপোর্ট সেচ দপ্তরে জমা পড়বে। তারপর পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।' প্রসঙ্গঁত সামনেই আমাবস্যার কোটাল, সেইসময় কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া সমুদ্রতটে কতটা প্রভাব ফেলবে তা ভেবে উদ্বিগ্ন প্রশাসন।

ছাত্রী শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তাল মুচিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নোদাখালি: গত ৩০ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মুচিশা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সূত্রের খবর ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাদেব বেরা পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ নাকি এসআই দপ্তরেও জমা পড়েছিল। আরো জানা যাচ্ছে, ওই একটি ছাত্রী নয় আরো অনেক ছাত্রীই নাকি ওই শিক্ষকের শ্লীলতাহানির শিকার। এই খবর অভিভাবক মহলে ছড়িয়ে পড়লে, শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বিদ্যালয় এর সামনে প্রচুর মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নোদাখালী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ। ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে চলে আসেন। বিক্ষোভকারী মানুষদের দাবি ছিল ওই শিক্ষককে কোন ভাবেই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। পুলিশ প্রশাসন উত্তপ্ত জনগণকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শেষে কোনোরকমে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নোদাখালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি সূত্রের খবর উত্তপ্ত জনগণকে থামাতে গিয়ে ২ জন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, পুলিশ ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সত্যিই অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূলের শিক্ষা সেলের জেলা সদস্য সৈকত ঘোষ জানান, অভিযুক্ত শিক্ষক এর নাম মহাদেব বেরা। ওই শিক্ষকের বাড়ি নোদাখালি থানা এলাকার আলমপুরে। ঘটনাটা আমরা শুনেছি। সত্যিই যদি ঐ শিক্ষক দোষী হয়ে থাকে অবশ্যই যেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তা না হলে ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ শিক্ষকদের সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করবে।

অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি : অরুণ লোধ

যতবার অবৈধ নির্মাণ হবে

প্রথম পাতার পর

কারণ এই অপরাধটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী পুলিশ গ্রাহ্য ও জামিনযোগ্য। এই প্রভিশনটা পাল্টাবার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। যতদিন এটা বিধানসভা অধিবেশনে পাস না হচ্ছে, আমরা ততদিন বারবার করে অবৈধ নির্মাণ ভাঙছি আর এফআইআর করছি। আইনের ওপরে কেউ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এক মহিলা ফোনে মহানাগরিককের কাছে অভিযোগ জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি ভাঙার পরও সেখানে কাজ হচ্ছে। অভিযোগ শোনার পর মহানাগরিক ওই মহিলাকে আশ্বস্ত করে বলেন, ওরা যতবার বানাবে, আমরা ততবার ভাঙব। নতুন করে যাতে সেখানে আর নির্মাণ না হয়, সেজন্য 'গার্ড পোস্টিংয়ের নির্দেশও দেন মহানাগরিক।

অবৈধ নির্মাণ আটকাতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে পৌর বিল্ডিং দফতর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন : এতদিন নির্দিষ্ট একটা জরিমানা দিয়ে বেআইনি নির্মাণকে অর্থাৎ প্ল্যান বহির্ভূত নির্মাণকে প্ল্যানের মধ্যে বাড়ির মালিক আনতে পারতেন। এবার ঠিক হয়েছে, চাইলেই কোনও বেআইনি নির্মাণ নিয়মিতকরণ (রেগুলারাইজেশন) করা যাবে না।

পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর সূত্রে খবর, এবার থেকে যে কোনও বেআইনি নির্মাণ নিয়মিতকরণ (রেগুলারাইজড) করতে হলে তার আগে ওই বাড়ির 'স্ট্রাকচারাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। কীভাবে কোথা থেকে এই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে?' পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, কোনও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বাড়ির নির্মাণ পরীক্ষা করাতে হবে। আগে দেখা হবে বাড়ির গঠন ঠিক আছে কী না? কোনও অংশ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে কী না। যদি দেখা যায় নির্মাণ ভেঙে পরার কোনও সম্ভাবনা নেই, তবেই ছাড়পত্র দেবেন ওই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। এই সার্টিফিকেট বিল্ডিং দপ্তরে জমা পড়ার পরে তারপর ফাইল স্পেশাল অফিসার বিল্ডিংয়ের(এসওবি) কাছে আসবে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, অফলাইনে অর্থাৎ পৌরসংস্থায় হাজির হয়ে হাতে হাতে জমা দেওয়ার বা অনুমোদন দেওয়া বিল্ডিং প্ল্যান হলে, সেই বাড়ির কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সি.সি.) অফলাইনে মিলবে। মহানাগরিক জানান, সি সি সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতেই এই সিদ্ধান্ত।

মহানগরে

‘এবং শব্দ প্রকাশনী’র বার্ষিক মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি নলিনী গুহ হলে “এবং শব্দ প্রকাশনী” আয়োজিত বার্ষিক মিলন উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তীর্থ সুন্দর বিশ্বাস এছাড়া বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী কৃষ্ণা নাগচৌধুরী। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সাহিত্যে নেতাজি সুভাষ বিষয়ক আলোচনার বক্তা ড. জয়ন্ত চৌধুরী এবং তার আলাপ চারিতায় নেতাজি সম্পর্কিত অনেক তথ্য উঠে আসে। অনুষ্ঠানে “এবং শব্দ প্রকাশনী” থেকে প্রকাশিত বইগুলোর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়, যেমন তার মধ্যে ছিল সুদাম চন্দ্র অধিকারীর কাব্যগ্রন্থ দিনান্তে, ইন্দিরা দাসের থ্রিলার বই নাইটমেয়ার ও রক্ত গোধূলি এছাড়া চন্দিকা ধরের গল্পগ্রন্থ দুই মলাটে তিন। এর পাশাপাশি প্রকাশিত হয় ঝুমঝুম ব্যানার্জীর কাব্যগ্রন্থ নীলচে আগুন ও ড. জয়ন্ত চৌধুরীর গবেষণা গ্রন্থ ‘নেতাজি সাগা অব এ ফরগোটেন জারনালিষ্ট’ জান –এর প্রচ্ছদ। সেদিন এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু করে স্বপ্নদিশা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। প্রকাশক সুমন্ত ভৌমিক বলেন, আমরা সর্বদা চাই নতুন নতুন লেখক লেখিকারা উঠে আসুক। যারা সত্যি ভালো লেখে তাদের এগিয়ে আসা দরকার সাহিত্যের জন্য। আমরা তাই লেখক নন, লেখার মান বিবেচনা করে থাকি। আগামী দিনে এই রকম আর ভালো ভালো কাজ আসতে চলেছে তা ক্রমশ প্রকাশ পাবে আর আমাদের শারদ সংখ্যা ও খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন সোমা মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রিকা ধর, ভাগ্যধর বৈদ্য, নীলা খান, কুনাল মোদক, সায়ন্তিকা বসু, অপর্ণা মিত্র মণ্ডল ও আবৃত্তি পরিবেশনা করেন ব্রততী ব্যানার্জি, স্নেহা বন্দোপাধ্যায়, কেয়া রায় ও সুভায়ন চক্রবর্তী সহ অনেকে। সমবেত আবৃত্তি পরিবেশনা করেন মুক্তধারা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র ও বর্ধমানের চতুরঙ্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন তাপসী মুখার্জ্জী।

সরকারি জমি সরাসরি অধিগ্রহণ করা যায় না : ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বেহালার পর্ণশ্রীর ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১,০০৫, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডস্থিত ‘বেহালা টেনামেন্টস্ হাউসিং কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে’র একটি জমি আছে। সামগ্রিক স্থলভাগটি ৯ কাঠা। জমির মধ্যে একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্রের বক্তব্য, ২০২৩ – এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই কো–অপারেটিভ সোসাইটির স্পেশাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়ে আছি। কিন্তু দীর্ঘদিন এই কো–অপারেটিভ সোসাইটির কোনও কার্যক্রম নেই। প্রত্যেক বাসিন্দাই এখানে সরকারি আবাসনে ব্যক্তিগত নামে দলিলপত্র ও মালিকানাসত্ত্ব পেয়ে গিয়েছে। সেইসূত্রে, কার্যত এই কো–অপারেটিভটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির প্রস্তাব উন্নয়নমূলক কাজে জন্য এই অব্যবহৃত জমি ও দ্বিতল ভবনটি অধিগ্রহণ করে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হোক। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই ৯ কাঠা জমি কলকাতা পৌরসংস্থার নয়। এটা যদি হাউজিং ডিপার্টমেন্টের হয়ে থাকে তাহলে প্রস্তাবটা হাউজিং ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে। কলকাতা পৌরসংস্থা কারোর জমি সুয়োমোটো নিয়ে নিতে পারি না। অধিগ্রহণ করলে, অধিগ্রহণ অ্যাক্টে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার অধিক ক্ষতি হবে। যদি ওরা একটা মাস পিটিশন করে, হাউজিং ডিপার্টমেন্টকে জানায়, তবে হাউজিং ডিপার্টমেন্ট কলকাতা পৌরসংস্থাকে হ্যান্ড ওভার করতে পারে। যেহেতু তাদের রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসংস্থা আমরা করতে পারবো। কলকাতা পৌরসংস্থা সরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে পারে না।

স্যাফ ফর্ম পূরণে পৌরবাসীর অনীহা

বরুণ মণ্ডল : ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায়ের নয়া ‘ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম(সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম, ম্যানার অ্যান্ড ফর্ম সংক্ষেপে স্যাফ) চালু করা হয়। ২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট সাত বছর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। কী অবস্থায় আছে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায়ের নয়া ‘স্যাফ সিস্টেম’? কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন বরো অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত বলেন, যদি ১২টি ওয়ার্ড নিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতা পৌরসংস্থার সবচেয়ে বড়ো ‘বরো প্রিন্স আনোয়ার শ রোড স্থিত ১০ নম্বর বরোটি দেখেন, এখানে কলকাতা পৌরসংস্থার ৮১, ৮৯, ৯১ – ১০০ নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে। ৮১ বা ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের মতো বড়ো ওয়ার্ড রয়েছে। কিন্তু এখানে ‘স্যাফ ফর্ম ফিলাপের সংখ্যা খুবই কম। যদি স্যাফ ফর্ম জমা পড়ে, তাহলে

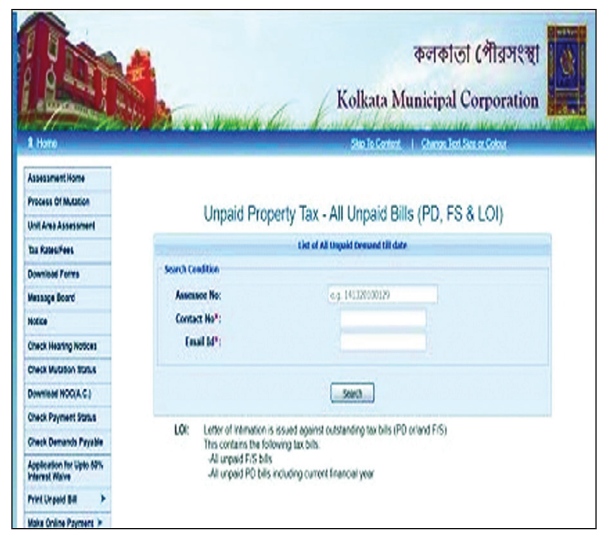

কলকাতা পৌরসংস্থার প্রধান রাজস্ব উৎস ‘সম্পত্তি কর আদায় বৃদ্ধি পেতে পারে। পৌরসংস্থার রাজস্ব বৃদ্ধি না হলে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪ ওয়ার্ডে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খরচপাতি কীভাবে হবে? আমার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসি রয়েছে ১২,৯২০টি। স্যাফ ফর্ম পূরণ করেছে ৭,৩৫৯টি। শতাংশের বিচারে যা ৫৬.৯৬ শতাংশ। বরো – ১০ – এর ১২টি ওয়ার্ডে মোট অ্যাসেসি রয়েছে ১,২৫,৬১৯টি। স্যাফ ফর্ম ফিলাপ করেছে ৬১,৬১৮টি। শতাংশের বিচারে যা ৪৯.০৫ শতাংশ। তপনবাবু বলেন, বরো ১০ – এর ১২টি ওয়ার্ডের মধ্যে আমার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে শতাংশের বিচারে সব থেকে বেশি স্যাফ ফর্ম পূরণ করেছে।

আমি কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য পৌরপ্রতিনিধিদের জানাই ‘স্যাফ’ পদ্ধতিতে যাতে কলকাতার সকল পৌরবাসীগণ তাঁদের সম্পত্তি কর প্রদান করে, সেজন্য পূর্বের মতো মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের নেতৃত্বে ‘স্যাফ বিষয়ে সচেতনতা ক্যাম্প করা যায়, তাহলে ‘স্যাফ ফিলাপের সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে। আর তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায়ের বর্তমান পদ্ধতিতে সুবিধা হবে।

এ বিষয় মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটার বিষয়ে আমি কলকাতার মহানাগরিক হিসাবে একমত। এই কারণে যে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতি অধিকাংশের সচেতনতা নেই। ২০১৭ সালে শুরুতে যেভাবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ‘স্যাফ’ বিষয়ে ক্যাম্প করা হয়, এখনও তেমন ক্যাম্প যে কোনও জনপ্রতিনিধি চাইলেই ক্যাম্প হবে। দেবব্রত মজুমদার গিয়ে ‘স্যাফ বিষয়ে আলোচনার দায়িত্ব আবার নেবে। প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাই।

বার্তা

নাড়ুগোপাল : দমদম গৌড়ীয় ভাগবত সমাজ শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির ৫৫/২ সাউথ সিঁথি রোডে শুভ জন্মাষ্টমীতে গোপালকে স্নান করাচ্ছেন প্রধান সেবক শ্রী নারায়ণ অধিকারী।

শ্যামচরণে : চড়িয়ালের ভারত সংঘের সম্মুখে বৃন্দাবন পাণ্ডার উদ্যোগে কচিকাঁচাদের নিয়ে পালিত হল জন্মাষ্টমী উৎসব। **ছবি : অরুণ লোধ**

মৃত্যুপুরী বাজারগুলিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে অনেকগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজার রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। একেবারে মৃত্যুপুরী। এমনই দুটি বাজার হল– বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটস্থিত বহুবাজার মার্কেট ও শশীভূষণ দে স্ট্রিটস্থিল লেবুতলা বাজার। নানা কারণে এই বাজারগুলির অবস্থা খুবই জীর্ণ এবং বার কয়েক ছোটো বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বাজারগুলি আধুনিক ও নিরাপদ করতে কলকাতা পৌরসংস্থা কী এই বিষয়ে কোনও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, এবিষয়ে সমাধানের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় কমিটির প্রয়োজন। অনেকসময় দেখা যায়, কলকাতা পৌরসংস্থা নক্সা অনুমোদন করলেও রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দপ্তর, তাতে সহমত পোষণ করেন না। আবার অনেকসময় দেখা যায় যে, ছোটোখাটো আইনি জটিলতায় এই বাজারগুলির কাজের অগ্রগতি থমকে যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে, দীর্ঘসূত্রতার কারণে এই বাজারগুলির জীর্ণতা থেকে মুক্তি

পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, পৌরসংস্থার উদ্যোগী ভূমিকা। মহানাগরিক বলেন, একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা পৌরবাজারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বাজারে যাবে। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে অ্যাডিশনাল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সদস্য হিসাবে আছেন ওএসডি ডিরেক্টর জেনারেল (সিভিল), ওএসডি ডিরেক্টর জেনারেল (লাইটিং), ডিজি মার্কেট, চিফ ম্যানেজার মার্কেট, ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা। এরা কলকাতা পৌর এলাকার প্রত্যেক বাজারে গিয়ে দেখবে বাজারগুলি কী অবস্থায় আছে। সব মেয়র পারিষদ সদস্যদের রিপোর্ট আসলে হাউজে বসে ঠিক করা হবে পদ্ধতি। সেই মতো কাজ চালাবে পৌরসভা।

পরিত্যক্ত টাওয়ার এবার নিলামে উঠবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাদ্রের ভরা বর্ষায় অঝোর বৃষ্টি ধারার সঙ্গে অকেজো মোবাইল টাওয়ার থেকে কখনও মোটা পাইপের টুকরো, কখনও যন্ত্রাংশ কখনও টুকরো টিনের অংশ খুলে খুলে ঢালাই ছাদে অ্যাসবেসটসের ছাদে পড়ছে। অ্যাসবেসটস ফাটছে। জোরে হাওয়া দিলে যার যন্ত্রাংশ খুলে নিচে পড়ছে। কারও মাথায় পড়লে কী হবে? টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে কলকাতা পৌরসংস্থার দক্ষিণ কলকাতার ১০০ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৯০/বি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড থেকে জয় সেন চক্রবর্তী ফোন করে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিককে উক্ত অভিযোগ করেছেন। আমার বাড়ির পাশের বহুতলের ছাদে মোবাইল টাওয়ার রয়েছে। যা বর্তমানে আর কোনও কাজ করে না। তার পরিত্যক্ত সেই মোবাইল টাওয়ার থেকে যন্ত্রপাতি খুলে খুলে পড়ছে।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, যে টাওয়ারগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে আইডেন্টিফাই করা নেই। সে টাওয়ারগুলির খোঁজ করতে হবে। বর্তমানে যে তিন বেসরকারি টেলিকম ফোন কোম্পানি আছে, জিও, এয়ারটেল ও ভোডাফোন–আইডিয়া– এদের থেকে কলকাতাস্থিত ওয়ার্ডভিত্তিক টাওয়ারের তালিকা চাওয়া হবে। ওরা তালিকাটি পাঠালে কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট ইন্সপেকশন করবে। তারপর বাদবাকি যে টাওয়ারগুলি থাকবে। সেগুলি কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ উদ্যোগে খুলে নেবে।

মহানাগরিক জানান, বর্তমানে মোবাইল টাওয়ারগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার

অনুমতির তৈরি হয়। যদিও অনুমতির বিষয়টি আসার আগে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি না নিয়েই অনেক টাওয়ার কলকাতায় তৈরি হয়েছিল। পৌরসভার ঠিক আগের মহানাগরিক এক সার্কুলার জারি করে, সব টাওয়ার কোম্পানিকে বলে কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকায় টাওয়ার বসানোর অনুমতির একাধিক কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সেই মতো প্রসেসিং ফিজও তৈরি করা হয়। রেগুলারেশন ফিজও তৈরি হয়। এবং তাতে বলা হয় টাওয়ার কোম্পানি গুলি নিজেরাই টাওয়ার গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় বহু অকেজো টাওয়ার বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বিএসএনএলের কিছু অকেজো টাওয়ার রয়েছে। ‘রিলায়েন্স ইনফোটেক নামে একটি কোম্পানি উঠে গিয়েছে। ‘টাটা ডোকোমো এরকম চার থেকে ছ`টা টেলিকম কোম্পানি বাজারে এসেছিল। সেগুলি উঠে গিয়েছে। কিছু ধুঁকছে। আজ বা কাল উঠলো বলে। কিন্তু কিছু জায়গায় তাদের করে যাওয়া টাওয়ার রয়েছে। এখন হয় তো কোনও কোম্পানি ওই টাওয়ার গুলি কিনে নিয়েছে। কিন্তু যেসব টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায়। সেগুলিকে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে খুঁজে বের করে জানাবে পৌরসংস্থায়। সেগুলিকে যদি কোনও টাওয়ার কোম্পানি দায়িত্ব না নেয়। তবে বাড়িওয়ালাকে বলা হবে টাওয়ারগুলি খুলে ফেলার জন্য। যদি বাড়িওয়ালা না খোলে, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে এই অকেজো অব্যবহৃত টাওয়ার গুলি খুলে ফেলে স্ক্র্যাপ হিসাবে অকশন করতে হবে। আপাতত কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কোথায় কত গুলি অকেজো মোবাইল টাওয়ার আছে। তার খোঁজ করচে কলকাতা পৌরসংস্থা।

অন্য জীবন

যে কবির ঘরবাড়ি ছিল না

সিদ্ধার্থ সিংহ

‘হোম সুইট হোম নামের একটি মাত্র কবিতা লিখেই পৃথিবীর সর্বত্র জন হাওয়ার্ড পেইনের নাম কবি হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে সময় সমস্ত কবিতা প্রেমিকের মুখে মুখেই এই কবিতার লাইনগুলো ঘুরতে থাকে। কবিতাটা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ হয়ে যায় নানান ভাষায়। ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। কবিতাটির প্রতি শব্দের ভাঁজে ভাঁজে সুরকারেরা গুঁজে দেন সুর। শুধুমাত্র একটি কবিতার জন্য এত জনপ্রিয়তা আর কোনও কবির ভাগ্যে জোটেনি।

কবিতাটি লেখা হয়েছিল ছবির রাজধানী প্যারিসে। যেখানে অঢেল শ্যাম্পেন, কফি আর প্রাচুর্য। যে সময়ে কবিতাটি কবি লিখেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর দুটি পকেটই ছিল একদম খালি। প্রাচুর্যের মালভূমিতে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ কপর্দকহীন কবি লিখে ফেললেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা–হোম সুইট হোম।

কবির শুধু এই কবিতাতেই নয়, তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও ধরা পড়েছে ছোট্ট একটি ঘরের স্বপ্ন। সারাটা জীবন ধরে ঘরের স্বপ্ন দেখে গেছেন কবি। ঘরই ছিল তাঁর আশা। ঘরই ছিল তাঁর একমাত্র চাওয়া। ঘরই ছিল তাঁর কাছে সব কিছু। কিন্তু ঘর তো দূরের কথা, একটা বারান্দাও ছিল না তাঁর। তিনি থাকতেন একটি পরিত্যক্ত পার্কের পাশে বড় একটি গাছের তলায়। ছোট্ট মতন একটি ঝুপড়ি বানিয়ে।

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করে এত প্রবলজোরে তুষারপাত শুরু হল যে, তাঁর জোড়াতাপ্পি দিয়ে

বানানো অস্থায়ী ঝুপড়ির ছাউনিটা এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে গেল দমকা বাতাস। কোথায় মাথা গুঁজবেন তিনি! দিশেহারা হয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সামনের একটা বাড়ির ঝুল–বারান্দায় নীচে। কিন্তু তাতেও তুষার ঝাপটার হাত থেকে নিজেকে কিছুতেই বাঁচাতে পারছিলেন না। বেশ খানিকটা ভিজেও গিয়েছিলেন। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এল একটা পরিচিত গানের কলি। কান পেতে শুনলেন, সমবেতভাবে কারা যেন তাঁর হোম সুইট হোম গানটা গাইছে। কারা? দরজার ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলেন কবি। দেখলেন, কিছু তরুণ ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে আর হাততালি দিয়ে দিয়ে গানটি গাইছে।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, গানটি আমার লেখা, এই পরিচয় দিলে হয়তো এখানে একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। মিলতে পারে ফায়ার প্লেসের আগুন পোয়ানোর সুযোগ। এই আশা নিয়েই তিনি দরজায় টোকা মারলেন। একটি মেয়ে এসে দরজা খুলতেই তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাঁর ভিখিরির মতো পোশাক–আশাক আর তাঁর চেহারা দেখে তাঁর কথা সে বিশ্বাস করল না।

এই দুর্যোগের রাতে কে এল? দেখার জন্য যারা ওই মেয়েটির সঙ্গে দল বেঁধে গান গাইছিল, ততক্ষণে গান থামিয়ে তারাও বেশ কয়েকজন মেয়েটির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটির কথা শুনে তারা ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই একটা পাগল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে মুখের সামনে দড়াম করে তারা দরজা বন্ধ করে দিল।

ছেলেমেয়েগুলোর এই ব্যবহারে তিনি এতটাই মর্মাহত হলেন যে, তখনই তিনি ওই তুষার–ঝড়ের মধ্যেই বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এলেন।

‘হোম সুইট হোম লেখার এক বছর পরেই গৃহহীন এই কবি সে দিনের সেই তুষারপাতে ভিজে মারাত্মক টিউনিস রোগে আক্রান্ত হন এবং ক’দিন পরেই ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

আমরা জানি না, মারা যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেই কাঙ্খিত ছোট্ট বাড়িটির স্বপ্ন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কিনা।

সাঁইথিয়ার অসুরালয় আর হরিপদ বাগদি

দীপককুমার বড় পন্ডা

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের দিন (৮ মে) শান্তিনিকেতন পেরিয়ে গেছিলাম সাঁইথিয়ার অসুরলায় গ্রামে। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে উৎখননের কাজ চলছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. রজত সান্যাল। ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে কথায় কথায় তিনি বলছিলেন হরিপদ বাগদির কথা। খুব আগ্রহ তৈরি হল হরিপদবাবুকে দেখব বলে। অধ্যাপক বললেন, একটু বাদেই তিনি আসবেন। অসুরালয় গ্রামের শেষ প্রান্তে বেশ উঁচু ঢিবি। ওখানে কিছু চৌকো গর্ত খোঁড়া হয়েছে। এর তলাতেই প্রত্ন দ্রব্য থাকার সম্ভাবনা। ছাত্র ছাত্রী, গবেষক, কর্মীরা আপন মনে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে। এর মধ্যেই টানা সবটা তদারকি করছেন ড. সান্যাল। দূর থেকে একজন হাঁক পাড়লেন, স্যার আজ বিকেলে বৃষ্টি হবে। সেই অনুযায়ী আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। ড. সান্যাল হেসে বললেন, আমরা প্রস্তুত আছি, কোনো চিন্তা করবেন না। আমার দিকে অধ্যাপক ফিরে বললেন, ইনি হরিদা, হরিপদ বাগদি। আমি এগিয়ে গেলাম হরিপদবাবুর দিকে। ওনার প্রতি আমার আগ্রহের কথা জানালাম। উনি এই গ্রামের তপশিলি জাতির মধ্যে প্রথম স্নাতক। হাতের লেখাটি ভারি চমৎকার। বয়স ৬৬ বছর। সাঁইথিয়া থেকে যখন কলেজ পাশ করেছিলেন, তখন অনৈতিকভাবে কিছু সরকারি চাকরির সুযোগ এসেছিল। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। সঙ্গে এ চিন্তাও ছিল, চাকরি করতে গেলে দেশের কাজ করবে কে! সেই থেকে সারা জীবন

নানা কাজ করেছেন। এখনও তাঁর নিস্তার নেই। যেমন, এই উৎখননের কাজে তাঁর একটা বড় ভূমিকা আছে। স্থানীয় নানা কাজে তাঁর সাহায্য নিতে হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে। তিনি গ্রামবাসীকে বোঝান অসুরালয় গ্রামের ঐতিহ্যের কথা। বাড়তি তথ্যের প্রয়োজন হলে অধ্যাপক সান্যালকে এসে বলেন, স্যার এই পুঁতির বয়স কত? এগুলো কি এখানেই তৈরি হত? উত্তর শুনে হরিবাবুর চোখ চকচক করে ওঠে। তিনি গর্বিত হন গ্রামের প্রাচীনত্বের কথা জেনে। সন্ধ্যায় তিনি আসর বসান গ্রামে। গ্রামের পুরুষ মহিলা হাজির থাকেন সেখানে। প্রত্নতত্ত্বের নানা খুঁটিনাটি বিষয় চর্চা হয়। বলতে বলতে অধ্যাপক ড. সান্যাল ক্লান্ত হন না। সাধারণ গ্রামবাসীর নানা প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে মনে হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পেরেছে প্রান্তেরও প্রান্তে পৌঁছে যেতে। কলকাতা থেকে অসুরালয়ের দূরত্ব তখন নিমেষে কমে যায়। ভালো লেগেছে হরিপদ বাগদিকে। এঁরা নিজেরা মানুষ তৈরি হন। কর্মী থাকেন সারা জীবন। কোথাও কি বলা বাকি থাকে এঁদের দর্শন! বলা হয় না তাঁদের কথা। তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্য খোঁজেন। অসুরালয় কে আঁকড়ে বাঁচতে চান। ফেরার দিন ঝড় উঠেছিল। হরিপদ বাগদি আমাকে আটকাতে চেয়েছিলেন। থাকতে পারিনি। শুধু মনে হচ্ছিল, বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়া পার্থিব সম্পদের নানাবিধ ভাণ্ডার উদ্ভাসিত হলেও সবথেকে দামি এবং মূল্যবান সম্পদ হলেন হরিপদ বাগদি, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একজন কারিগর।

মাঙ্গলিকী

১৫ আগস্ট যোগেশ মাইম একাদেমি

সরস্বতী নাট্যশালার ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

বিগত ১৫ আগস্ট ২০২৪ ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপযাপন উপলক্ষ্যে সরস্বতী নাট্যশালা যোগেশ মাইম একাডেমি মঞ্চে আয়োজন করল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। গানে কবিতায় আবৃত্তি নাটকে ভরে উঠল যোগেশ মাইম একাদেমি চত্বর। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন দেবজিৎ ব্যানার্জী। শুরুতেই আরজিকর হাসপাতালের মর্মান্তিক হত্যালীলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমাদের এক তরুণী ডাক্তারের নির্মম হত্যায় শোক প্রকাশে মুখর হয়ে উঠল যোগেশ মাইম চত্বর। ধ্বনী উঠল সমবেত দর্শকবৃন্দের সম্মিলিত চিৎকারে উই ওয়ান্ট ফর জাস্টিস। উপস্থিত সকলেই এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন।

এরপর দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। দর্শকের অনুরোধে দেবজিৎকে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করতে হল – 'এবার তোর মহা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।' এরপর নৃত্য পরিবেশন করলেন পৌলমী, পৌলমী মুখোপাধ্যায় এবং লহনা। 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানে শিল্পীরা সুন্দর নৃত্য শৈলী প্রদর্শন করে দেখালেন।

এরপর – 'বন্দেমাতরম' এবং 'পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে এপথ চেনার' এই দুটি কালজয়ী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শিল্পী উমা দাশগুপ্ত।

পরবর্তী কার্যক্রম নাট্যানুষ্ঠান ১ম নাটক, থিয়েটার পুষ্পক প্রযোজিত 'খেয়াল খোলা' রচনা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, নির্দেশনা আলোক পর্ণাগুহ। শিশু বিভাগের মজার উপস্থাপনা।

দ্বিতীয় নাটক 'কমলা কথা', বজবজ অঙ্গন প্রযোজিত এবং সাত্যাকি সরকার নির্দেশিত একটি ছোট্ট অনুনাটক। সহজ সরল ভাষায় একটি বার্তা দিয়ে গেল। অভিনয়ে অর্পিতা ঘোষ, অরিশ্মা ঘোষ, বিতস্তা ঘোষ, অনুভব রায়, সুপ্রীতি দাস, চন্দনা চ্যাটার্জী, দীপঙ্কর ঘোষ এবং সাত্যকি সরকার। নেপথ্যে রনি দে ও সৈকত মান্না।

তৃতীয়নাটক 'রাজামন্ত্রী সমাচার' প্রযোজনা বালিগঞ্জ আরুষি। নির্দেশনায় সুমিত দাশগুপ্ত। প্রহসনধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা। অভিনয়ে – জগদীপ দাস, অভিজিৎ মণ্ডল এবং সুমিত দাশগুপ্ত।

চতুর্থ নাটক রাসবিহারী সাংকেতিক। প্রযোজিত প্রীয়ঙ্কর চক্রবর্তী, নির্দেশিত 'রঙিন মানুষ।' কৌতুক নক্সা। ফোক শিল্পকলা। তাই নোনা মাটির সোদা গন্ধ লেগে আছে। অভিনয়ে প্রীয়ঙ্কর চক্রবর্তী, দেবার্ঘ মণ্ডল, মায়া মণ্ডল, বর্ষা ভট্টাচার্য এবং সৌমেন হালদার।

পঞ্চম নাটক – তিলজলা কল্পন প্রযোজিত, কল্পনা বড়ুয়া নির্দেশিত 'মিশ'। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। এ ধরনের নাটক দেখলে মনের উপর বেশ ভালো ব্যায়াম হয়ে যায়। অভিনয়ে সৌমেন সাহা, মানস প্রধান, সৌম্যা মুখার্জী, সৌম্য চ্যাটার্জী, চন্দ্রানী নন্দী, প্রিয়াশ্রী বসু, কাবেতী বক্সি, অভিনন্দন সোম, সৌরভ মিস্ত্রী, অর্নব দাস, অনুপম পাল, কমলিকা রায় এবং কল্পনা বড়ুয়া। কল্পনার সৃজনশীলতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। হ্যাটস অফ কল্পনা হ্যাটস অফ।

ষষ্ঠ নাটক – নয়াবাদ তিতাস প্রযোজিত 'একটি সাদা কালো ছবি।' নির্দেশনা আবির। এটি একটি সাইকোড্রামা হলেও মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা। দেখতে বেশভালো লাগলো। শেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। অভিনয়ে শর্বরী মুখার্জী, কৌশিক চ্যাটার্জী, ময়ুখ, পিন্টু, পিংকু, ঝর্ণা, রাজা, পরিতোষ, সোমা ও কাবেরী।

এরপর আবার সঙ্গীতানুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শান্তনু চক্রবর্তী। এরপরেই আবার নাটক। এদিনের ৭ম নাটক– টালিগঞ্জ সপ্তর্ষি প্রযোজিত 'হানিবুশ'। মননশীল উপস্থাপনা। বেশ ভালো লেগেছে। অভিনয়ে– প্রশান্ত, আভেরী নাথ এবং নির্দেশক সাত্যকি সরকার।

এদিনের অষ্টম উপস্থাপনা শ্রুতি নাটক 'মন্ত্রগুপ্তি'। উপস্থাপনায় সত্যপ্রিয় সরকার। বিপ্লবী বাঘাযতীন অবলম্বনে রচিত। সত্যদা তার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠস্বরে, বাচনভঙ্গীতে উপস্থিত দর্শকদের একেবারে মাত করে দিলেন।

শেষ নাটক যাদবপুর ঐক্য প্রযোজিত নাটক 'গত'। একটি মানুষ গর্তে পড়ে গিয়েছে তাকে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে একজন অতি সাধারণ নারী। তাই নিয়ে একটি অসাধারণ কৌতুকনক্সা প্রস্তুত করলেন নির্দেশক সুজন সাহা। নাটকে মূল শিল্পী বেবী সেন। তার অভিনয় রীতিমতো সাড়া জাগানো। দু'চোখ বরে শুধু তার অভিনয় দেখে গিয়েছি। শিল্পীকে আমার একটা প্রণাম।

এদিন বাংলা নাটকের উঠতি পঞ্চকন্যাকে সরস্বতী নাট্যশালার পক্ষ থেকে বসুন্ধরা সম্মানে ভূষিত করা হল। প্রাপক – জবা শর্মা, আলোকপর্ণা গুহ, সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা বড়ুয়া এবং শবরী মুখোপাধ্যায়।

পরিশেষে আলিপুর বার্তার কর্ণধার ও সাংবাদিক প্রণব গুহকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

উপসংহারে একটা কথাই শুধু বলার খুব অসময় দুঃসময়ের মধ্যদিয়েই আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী দিনাতিপাত করছি। মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত ছিলই। ১৪ আগস্ট রাত থেকেই অগণিত জনতা দলমত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিল, ঘোষণা মতো রাত দখল কর্মসূচিতে। অনেকদিন পরে হলেও একটা গণজাগরণ দেখতে পেলাম। মনে হচ্ছিল বাঙালি বোধহয় শীত ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। প্রশ্ন জাগে যাদের বিরুদ্ধে এই গণঅভ্যুত্থান তারা কিছু শিখলো? না শুধু ভয়ই পেল। একটা বেদনা নিয়েই এদিন জয়েশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছিলাম সিগ্ধ বাতাস পেয়ে মনটা কিছুটা হালকা হয়ে গেল।

ভারতীয় জাদুঘরে চিত্রশিল্পী হিসেবে সম্মানিত হল সোহম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেখলে বোঝার ক্ষমতা নেই। কাকদ্বীপের পূর্ব বাজার গণেশপুরের বাসিন্দা সোহম বেরা একজন ৬০ শতাংশ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র। তাঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে। অথচ এই সোহমই এখন কাকদ্বীপবাসীর কাছে প্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। তার নির্ভীক সাহসিকতা ও শিশুসুলভ স্বভাবে উঠে এসেছে আমির খানের তারে জামিন পর সিনেমার ঈশান। কল্পনার জগতে সোহম একাই বিচরণ করে। আর সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে তাঁর ছবির খাতায়। সম্প্রতি ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতীয় জাদুঘরে সোহমের আঁকা ছবি জায়গা করে নিল। শিল্পী হিসেবেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। গত তিনদিন আগে তার বাড়িতে একটি সার্টিফিকেট ও মেমেন্টো এসে পৌঁচেছে।

বেরা পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব ছোটবেলা থেকেই সোহম ছবি আঁকতে ভালোবাসে। এক সপ্তাহের মধ্যেই তার রং পেন্সিল ও ছবি আঁকার খাতা শেষ হয়ে যেত। খাতায় আঁকা হিজিবিজি ছবি প্রথমে পরিবারের কেউ বুঝতে পারতেন না। যখন সোহমের বয়স ৪ হল, তখন তার বাবা ও মা বুঝতে পারেন সে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। চেন্নাই হাসপাতালের চিকিৎসক সোহমকে একটি মানসিক হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছবি আঁকার শিক্ষক সোহমের জীবনের দিশা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সোহমের বয়স ২১ বছর। ছবি আঁকার পাশাপাশি পড়াশোনাও করে।

সোহমের ছবি আঁকার শিক্ষক দেবরাজ বেরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর নিজের একটা জগৎ রয়েছে। নিজের মতো করেই সোহম ছবি আঁকতে ভালোবাসে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতীয় জাদুঘরে একটি চিত্র প্রদর্শনী ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সোহম সেখানে শিল্পী হিসাবে জায়গা করে নেয়।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বছর উপলক্ষ্যে ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গোবরডাঙায়

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বছর পদার্পণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল এক ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক অংশুমান ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাঙ্গলিক সাজাইয়ে মানুষের মন জয় করে নেন সানাই বাদক সুমন গোলদার। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রকাশিত হয়, গোবরডাঙায় নাটকের প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস, 'গোবরডাঙায় নাটক ও যাত্রাভিনয়ের ক্রমধারা।' বইটির লেখক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়। বইটি প্রকাশ কেন অংশুমান ভৌমিক, পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ওরবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এদিনের কানায় কানায় পূর্ণ এই প্রেক্ষাগৃহে সানাইয়ের পর ভজন পরিবেশন করেন উর্মি চক্রবর্তী। সঙ্গীত করেন দেবতোষ নট্ট। খেয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঙ্কন মজুমদার, ভারত নাট্যম নৃত্য পরিবেশনে ছিলেন তন্ময় মণ্ডল এবং সবশেষে কুরমি সঙ্গীত ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন শিল্পী সেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণে নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সারাবছরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বছর পদার্পণের অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল গোবরডাঙায়বাসীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মনস্কতার সাক্ষ্য বহন করে।

৫০ জন ছাত্রীকে নবীর জীবনী বই উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : মানবতার প্রতীক বিশ্ব নবী। বিশ্ব নবী দিবসের আগেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের নির্দেশখালি 'আলমানার গার্লস মিশনের ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নবীর জীবনী বই উপহার দিলেন সুন্দরবনের সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্কুলের ছাত্রীদের হাতে এমন উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদারের এমন কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা করে আনোয়ার সাহেব জানিয়েছেন, 'সমস্ত জগৎকে জানতে গেলে সবার আগেই নবীর জীবনী জানতে হবে। তাহলে মানবতা, আদর্শ এবং অবশ্যই সুশিক্ষা লাভ করা সম্ভব।'

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির। এদিন সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড়। দূরদূরান্ত থেকে অনেক ভক্ত এসেছেন এই জন্মাষ্টমীর বিশেষ দিনে রাধামাধবের দর্শন পেতে। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তরা এসে থাকেন। তবে ভক্তদের সমাবেশ আরো বেড়ে যায় বিশেষ দিনগুলিতে। জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রার দিনগুলিতে ভক্তদের সমাগম বেশি হয়ে থাকে। ইসকন মন্দিরের ভেতরে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি মন্দির। রাম মন্দির, জগন্নাথ মন্দিরসহ আরো বেশ কয়েকটি মন্দির। উত্তরবঙ্গের মানুষ শুধু নয়, দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছেও শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির যথেষ্ট সুপরিচিত। এই বিষয়ে আগত এক ভক্ত জানিয়েছেন, তিনি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এদিন সকাল-সকাল মন্দিরে চলে এসেছেন। তবে মাঝে মাঝেই তিনি ইসকন মন্দিরে চলে আসেন রাধামাধবের দর্শন করতে। সকাল থেকেই চলছে ভজন কীর্তন, ফুল বেলুন দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ইসকন মন্দির। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের আগমন আরো বাড়ছে।

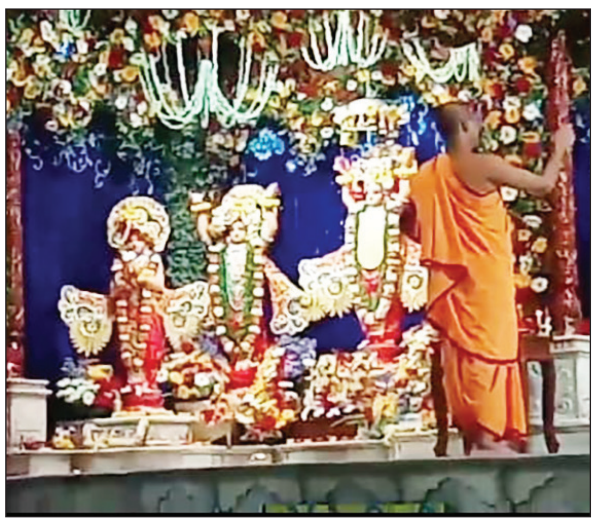

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিবেকানন্দ সোসাইটি'র। গত সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানে সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে পরিবেশিত হল জন্মাষ্টমী গীতিআলেখ্য। পরিবেশন করলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে শুরু করে তিরোভাব পর্যন্ত কাহিনি তিনি তুলে ধরলেন কথায় ও গানে। বিখ্যাত গান গুলির মধ্যে ছিল– মাধব বহুত মিনতি করি তোয়, গোঠে আমি যাবো মাগো, হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম, কেশব কুরু করুণা দিনে, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো প্রভৃতি। বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় ভক্ত শ্রোতারা আপ্লুত হলেন এই গীতি আলেখ্যে।

জন্মাষ্টমীতে কবিতা উৎসব পূর্বস্থলীতে

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : বিপুল উৎসাহের মধ্যদিয়ে এবারও জন্মাষ্টমীতে কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হল পূর্বস্থলীতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের ভবতারিণী রায় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সোমবার এই কবিতা উৎসবের আয়োজন করেছিল শ্রীরামপুর-পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক ইতিহাস পরিমণ্ডল। উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরেরমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষক গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী, শিক্ষক-গবেষক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্টজন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দুই শতাধিক কবি ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে এবারের কবিতা উৎসব জমজমাট হয়ে উঠেছিল। কবিগণ একে একে মঞ্চে এসে কবিতা পাঠ করেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান সময়েও কবিতার প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরার পাশাপাশি জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তরণ পত্রিকার ৩০ তম সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল।

আজও উপেক্ষিত বিপ্লবী হাবু মিত্র

অসীম কুমার মিত্র

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার একজন প্রধান হোতা ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মিত্র(হাবু)। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন কাহিনী বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই বিস্মৃতপ্রায় বরেণ্য বিপ্লবীকে নিয়ে কোথাও তেমনভাবে আলোচনা করা হয়নি–এটা আমাদের কাছে বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

বীর বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র(হাবু) জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামে। আত্মোন্নতি সমিতির এই দুরন্ত সভ্য কাজ করতেন আর.বি.রডা কোম্পানির দপ্তরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সেই রক্তঝরা দিনে প্রায় নিরস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার এক বিরাট দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন হাবু মিত্র। বিদেশ থেকে রডা কোম্পানি মারফৎ এদেশে আসা প্রচুর অস্ত্র সম্ভার যেমন করেই হোক রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছানোর আগেই লুঠ করে নিতে হবে– এই ছিল তাঁর সংকল্প।

বিপ্লবী যতীন মুখার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিদাস দত্ত, শ্রীশচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহসী বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে রডার অস্ত্র লুঠ করে মলাঙ্গা লেনের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ২৬ শে আগস্ট। দেশব্রতী, সর্বত্যাগী, বিশ্বপথিক হবু মিত্রের শেষ-পরিণতি আজও অজ্ঞাত। তাঁর সাহায্যে যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে এসেছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এখনও উল্লেখিত হয়। রডার অস্ত্রেই সজ্জিত হয়ে বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীন এবং তাঁর সঙ্গীরা মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু হায়, ইতিহাসের পাতায় এই অমর বিপ্লবীকে সেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে লাইব্রেরীর সম্মুখভাগে ১৯৮৩ সালে নির্মিত এক স্মৃতিফলক আর আগাছা আবৃত জন্মভিটাটুকু ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

সবার দাবি, বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্রের অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে। রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীর সম্মুখভাগে নির্মিত বিপ্লবীর স্মৃতিফলকটির সুসংস্কার করা হোক। পাঠ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র মিত্রের জীবনী। স্থানীয়দের দাবি, আমতা-বালিচক রাস্তার নাম হোক তাঁর নামে।

গণেশ প্রতিমার উচ্চতা ৩০ ফুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : গণেশ প্রতিমার উচ্চতা ৩০ ফুট! হ্যাঁ এবারে প্রধান নগর গণেশ পুজো কমিটির মূল পুজোর মূল আকর্ষণ ত্রিশ ফুট উচ্চতার গণেশ মূর্তি। খুঁটি পূজার সম্পন্ন হয়েছে, চলছে প্যান্ডেল প্রস্তুতির কাজ। ৩০ ফুট উঁচু গণেশ মূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছে প্যান্ডেলের মধ্যেই। এবারে প্রধাননগর গণেশ পুজো কমিটির এই পুজো চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ। সংশ্লিষ্ট কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ৬ তারিখ গণেশ পুজো শুভ উদ্বোধন হবে। মোট আট দিন ধরে চলবে পুজো। প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে। এই বিষয়ে তারা আরো জানিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে পুজোর দিনগুলিতে। তারা আশা রাখছেন ৩০ ফুট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় যথেষ্ট হবে। ১৩ তারিখ হবে বিসর্জন। প্রসঙ্গত প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সংলগ্ন প্যান্ডেল এলাকাতেই বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হবে এই বিষয়ে তারা জানিয়েছেন। আর যে ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই ঠাকুরের বিসর্জন স্বাভাবিকভাবেই হবে।

আঁতস কাঁচে

বিতর্কিত মন্তব্য

আগামী বছর পাকিস্তানে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। সেখানে ভারত খেলতে যাবে কিনা তা বিসিসিআই তাকিয়ে আছে সরকারের সবুজ সংকেতের ওপর। কেন্দ্রীয়মন্ত্রক কিছু জানানোর আগেই পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন কুলদীপ যাদব। কুলদীপ বলেন, আমাদের যেখানে খেলতে বলা হবে, আমরা সেখানেই খেলব। আমি কোনওদিন পাকিস্তান যাইনি। তাই আমি খুবই উত্তেজিত। পাকিস্তানের লোকেরা খুবই ভাল। তাই সুযোগ পেলে সেখানে গিয়ে খেলতে চাই। এমন মন্তব্যে যে বিতর্ক দানা বেঁধে বসল ভারতীয় ক্রিকেটে তা বলাই যায়।

শীর্ষে লাল হলুদ

কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের দাপট ধারাবাহিকভাবেই চলছে। পিয়ারলেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে গেল লাল হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল দুটি করেন জেসিন এবং আশিক। তবে গোলের দরজা খুলতে ইস্টবেঙ্গলকে ৭৭ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই জয়ের ফলে ১১ ম্যাচ খেলে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছল অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল।

৮ গোল বাগানের

কলকাতা লিগে রেলকে আট গোলের মালা পরাল বাগান। তাতে সুপার সিক্সের আশা জিইয়ে রাখল মোহনবাগান। সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জেতা ছাড়া উপায় ছিল না মোহনবাগানের। মাস্ট উইন খেলায় মোহনবাগান ৮-১ গোলে রেলওয়েজকে হারিয়ে দিল।

কোচ কি যুবি

আবার কি দেখা যাবে সৌরভ-যুবি জুটি! দিল্লি ক্যাপিটালসে রিকি পন্টিংয়ের জায়গায় হটসিটে দেখা যেতে পারে যুবরাজ সিংকে। এই টিমেরই ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যুবিকেই হেড কোচ করার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এখন দেখার তাঁকে দিল্লি কোচ করে কিনা।

নাইটে কি সূর্য

কেকেআরের টার্গেটে কি ফের সূর্যকুমার যাদব! ভারতের টি২০ ক্রিকেটের নতুন ক্যাপ্টেনকেই নাকি আনঅফিশিয়ালি প্রস্তাব দিয়েছে কেকেআর, গুঞ্জন এমনই। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে কলকাতা নাইট রাইডার্স গতবারই চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটারকে কি এবার দেখা যাবে কেকেআরে, সেই নিয়েই জল্পনা বেড়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ৭০ লাখ টাকার বিনিময়ে সূর্যকুমারকে নিলামে নিয়েছিল কেকেআর। সে'বার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল নাইট রাইডার্স।

লর্ডসে টেস্ট

ঐতিহাসিক লর্ডসে টেস্ট ম্যাচ খেলার সাক্ষী থাকবেন হরমনপ্রীত-স্মৃতি মান্ধানারা। লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ২১০ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম মেয়েদের টেস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২০২৬ সালে লর্ডসে একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচে ভারত এবং ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে।

ইংল্যান্ড সফর

এ'বছর অস্ট্রেলিয়া সফর। আগামী বছরেই ইংল্যান্ড সফর টিম ইন্ডিয়ার। আগামী বছর ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। ২০ জুন থেকে লিডসের হেডিংলিতে বসবে প্রথম টেস্টের আসর। বার্মিংহ্যামের এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২ জুলাই থেকে। আর তৃতীয় টেস্টের আসর বসবে লর্ডসে। যে টেস্ট শুরু হবে ১০ জুলাই। পরের দুই টেস্ট ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে (২৩ জুলাই শুরু) ও দ্য ওভালে (৩১ জুলাই শুরু) হবে।

১৩ সেপ্টেম্বর শুরু আইএসএল

এই প্রথম দেশের সেরা লিগে খেলবে ময়দানের তিন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি ছাড়াও কলকাতার আর এক ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মহমেডান এসসি এবারের আইএসএলে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লিগের ১৪ সপ্তাহের যে সূচী প্রকাশ করা হয়েছে, সেই সূচি অনুযায়ী মোট ৩৬টি ম্যাচ রয়েছে কলকাতার তিন দলের। এর মধ্যে কুড়িটি হোম ম্যাচ ও ১৬টি অ্যাওয়ে ম্যাচ হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গতবারের লিগজয়ী মোহনবাগান এসজি এবং কাপজয়ী মুম্বই সিটি এফসি মরসুমের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে। এটি গত মরসুমের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। একনজরে দেখে নিন তিন দলের খেলার সূচি —

আইএসএলে এ'বছর মোহনবাগান এসজি

১৩ সেপ্টেম্বর	মোহনবাগান বনাম মুম্বই সিটি	যুবভারতী
২৩ সেপ্টেম্বর	মোহনবাগান বনাম নর্থ ইস্ট	যুবভারতী
২৮ সেপ্টেম্বর	বেঙ্গালউরু বনাম মোহনবাগান	কান্তিরাভা
৫ অক্টোবর	**মোহনবাগান বনাম মহমেডান**	**যুবভারতী**
১৯ অক্টোবর	**ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান**	**যুবভারতী**
৩০ অক্টোবর	হায়দরাবাদ বনাম মোহনবাগান	হায়দরাবাদ
১০ নভেম্বর	ওড়িশা বনাম মোহনবাগান	ভুবনেশ্বর
২৩ নভেম্বর	মোহনবাগান বনাম জামশেদপুর	যুবভারতী
৩০ নভেম্বর	মোহনবাগান বনাম চেন্নাইয়িন	যুবভারতী
৮ ডিসেম্বর	নর্থ ইস্ট বনাম মোহনবাগান	গুয়াহাটি
১৪ ডিসেম্বর	মোহনবাগান বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স	যুবভারতী
২০ ডিসেম্বর	এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান	গোয়া
২৬ ডিসেম্বর	পঞ্জাব এফসি বনাম মোহনবাগান	নিউ দিল্লি

আইএসএলে এ'বছর ইস্টবেঙ্গল এফসি

১৪ সেপ্টেম্বর	বেঙ্গালউরু বনাম ইস্টবেঙ্গল	কান্তিরাভা
২২ সেপ্টেম্বর	কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল	কোচি
২৭ সেপ্টেম্বর	ইস্টবেঙ্গল বনাম এফসি গোয়া	যুবভারতী
৫ অক্টোবর	জামশেদপুর বনাম ইস্টবেঙ্গল	জামশেদপুর
১৯ অক্টোবর	**ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান**	**যুবভারতী**
২২ অক্টোবর	ওড়িশা বনাম ইস্টবেঙ্গল	ভুবনেশ্বর
৯ নভেম্বর	**ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান**	**যুবভারতী**
২৯ নভেম্বর	ইস্টবেঙ্গল বনাম নর্থ ইস্ট	যুবভারতী
৭ ডিসেম্বর	চেন্নাইয়িন বনাম ইস্টবেঙ্গল	চেন্নাই
১২ ডিসেম্বর	ইস্টবেঙ্গল বনাম ওড়িশা	যুবভারতী
১৭ ডিসেম্বর	ইস্টবেঙ্গল বনাম পঞ্জাব এফসি	যুবভারতী
২১ ডিসেম্বর	ইস্টবেঙ্গল বনাম জামশেদপুর	যুবভারতী
২৮ ডিসেম্বর	হায়দরাবাদ বনাম ইস্টবেঙ্গল	হায়দরাবাদ

আইএসএলে এ'বছর মহমেডান স্পোর্টিং

১৬ সেপ্টেম্বর	মহমেডান বনাম নর্থ ইস্ট	কিশোর ভারতী
২১ সেপ্টেম্বর	মহমেডান বনাম এফসি গোয়া	কিশোর ভারতী
২৬ সেপ্টেম্বর	চেন্নাইয়িন বনাম মহমেডান	চেন্নাই
৫ অক্টোবর	**মোহনবাগান বনাম মহমেডান**	**যুবভারতী**
২০ অক্টোবর	মহমেডান বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স	কিশোর ভারতী
২৬ অক্টোবর	মহমেডান বনাম হায়দরাবাদ	কিশোর ভারতী
৯ নভেম্বর	**ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান**	**যুবভারতী**
২৭ নভেম্বর	মহমেডান বনাম বেঙ্গালউরু	কিশোর ভারতী
২ ডিসেম্বর	জামশেদপুর বনাম মহমেডান	জামশেদপুর
৬ ডিসেম্বর	পঞ্জাব বনাম মহমেডান	নিউ দিল্লি
১৫ ডিসেম্বর	মহমেডান বনাম মুম্বই	কিশোর ভারতী
২২ ডিসেম্বর	কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম মহমেডান	কোচি
২৭ ডিসেম্বর	মহমেডান বনাম ওড়িশা এফসি	কিশোর ভারতী

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির কনিষ্ঠতম চেয়ারম্যান জয় শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ক্রিকেটের পরে এবার বিশ্বক্রিকেটের সিংহাসনে জয় শাহ। আইসিসির চেয়ারম্যান হলেন তিনি। অমিত শাহের পুত্র ছাড়া কেউ মনোনয়ন জমা দেয়নি। যার ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হলেন জয় শাহ। তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসে আইসিসির কনিষ্ঠতম চেয়ারম্যান হলেন তিনি। নভেম্বর মাসে বর্তমান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে। ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন দায়িত্ব নেবেন জয় শাহ। পরপর তৃতীয়বার আইসিসির চেয়ারম্যান হতে চাননি গ্রেগ বার্কলে। কে পরবর্তী চেয়ারম্যান হবে সেই নিয়ে জল্পনা চলছিল। এগিয়ে ছিলেন জয় শাহ। শেষমেষ তাতেই শিলমোহর পড়ল। ছয় বছর আইসিসির চেয়ারম্যানের পদে থাকবেন বোর্ড সচিব। আইসিসির প্রেস বিবৃতিতে জয় শাহ বলেন, আইসিসির চেয়ারম্যান হতে পেরে আমি খুশি। বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করব। ক্রিকেটের বিভিন্ন ফরম্যাটের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। একইসঙ্গে ক্রিকেটে অনেক নতুন প্রযুক্তি আসছে। ক্রিকেটের মার্কেট আরও বাড়ছে। আমরা ক্রিকেটকে আরও ছড়িয়ে দিতে চাই। শীঘ্রই সেই কাজে নামব। এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড থেকে চারজন আইসিসিতে গিয়েছিল। এই তালিকায় ছিলেন জগমোহন ডালমিয়া, শরদ পাওয়ার, এন শ্রীনিবাসন এবং শশাঙ্ক মনোহর। তারমধ্যে ডালমিয়া এবং পাওয়ার আইসিসির সভাপতি হন। বাকি দু'জন চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল জয় শাহের নাম। তাও আবার কনিষ্ঠতম চেয়ারম্যান হিসেবে নতুন নজির গড়লেন। লোধা কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর কুলিং অফে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আইসিসিতে যোগ দেওয়ায় সেই বিধিনিষেধ আর থাকল না। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থায় ছয় বছরের মেয়াদ কাটিয়ে আবার সরাসরি বিসিসিআইয়ে ফিরতে পারবেন জয় শাহ। তবে বর্তমানে বোর্ডে তাঁর জায়গা কে নেয় সেটাই দেখার। দৌড়ে এগিয়ে রোহন জেটলি।

মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপ দলে বাংলার রিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ থেকে সরে যাওয়ার পর এই মেগা টুর্নামেন্ট হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। সম্প্রতি নতুন ভেন্যুতে সব ম্যাচের সূচিও প্রকাশ করেছে আইসিসি। এর মধ্যে ভারতের ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল বিসিসিআইও। অধিনায়ক থাকছেন হরমনপ্রীত কৌর। বাংলা থেকে দলে সুযোগ পেয়েছেন রিচা ঘোষ। তবে এর মধ্যে যস্তিকা ভাটিয়া ও শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের ফিটনেস নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাঁরা ফিট হলে তবেই বিশ্বকাপে নামার ছাড়পত্র পাবেন। এছাড়া রিজার্ভ দলে আছেন উমা ছেত্রী, তনুজা কানওয়ার ও সাইমা ঠাকর। গত বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দল সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল। মাত্র ৫ রানের জন্য অ্যালিসা হিলিদের কাছে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে পুরুষদের দল। হরমনপ্রীতরাও চাইবেন রোহিত শর্মাদের মতো বিশ্বজয়ের মুকুট পরতে। এবার মহিলাদের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে দশটি দেশ। প্রতিটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে আছে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ বি-তে রয়েছে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড। ৩ অক্টোবর উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও স্কটল্যান্ড। ওই দিনই শুরু হবে ভারতের অভিযান। হরমনপ্রীত কৌরদের সামনে

নিউজিল্যান্ড। গত বারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া মাঠে নামবে ৫ অক্টোবর। তাদের সামনে শ্রীলঙ্কা। ভারত-পাকিস্তানের মহারণ হবে ৬ অক্টোবর। সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ও ১৮ অক্টোবর। ফাইনাল ২০ অক্টোবর।

মহিলাদের বিশ্বকাপে ভারতের দল: হরমনপ্রীত কউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), শেফালী বর্মা, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), পূজা বস্ত্রকার, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল, সজনা সজীবন, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং, দয়ালান হেমলতা এবং আশা সোভানা।

যুবভারতীতে ঝুলল টিফো, আমাদের বোনের বিচার চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবভারতীতে ম্যাচ আরজি কর-কাণ্ডের বিচারের দাবিতে টিফোতেই প্রতিবাদ তুলে ধরলেন সমর্থকরা। ডার্বি বাতিল হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে, সেই ম্যাচে প্রতিবাদ করতে পারেননি ইস্ট-মোহনের সমর্থকরা। কিন্তু ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান এসজি। মাঠে জিতল দল, আর গ্যালারিতে প্রতিবাদ তুলে ধরলেন সমর্থকরা। বর্তমানে কলকাতা ময়দানে অত্যন্ত জনপ্রিয় টিফো। সেখানে সামাজিক তথা প্রতিবাদের বার্তা তুলে্ ধরেন সমর্থকরা। ডার্বি না হওয়ায় বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচে সমর্থকরা টিফোতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বার্তা তুলে ধরতে পারেন। গ্যালারিতে আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে পোস্টার

নিয়ে হাজির হন মেরিনার্সরা।কোনও টিফোয় লেখা ছিল, 'হাতে হাত রেখে করো লড়াই হাতে হাত রেখে এ লড়াই। আমাদের বোনের বিচার চাই।' ম্যাচ শুরুর আগেই আদালত জানায়, টিফো নিয়ে মাঠে যেতে পারবেন সমর্থকরা। ম্যাচ শেষে গ্যালারিজুড়ে স্লোগান ওঠে- উই ওয়ান্ট জাস্টিস। শেষমুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টের সবুজ সংকেত পাওয়ার পরে মেরিনার্সরা যেভাবে টিফো নিয়ে এসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদ জানালেন, তা অবাক করার মতোই। গত ১৮ আগস্ট ডুরান্ড কাপের ডার্বি বাতিলের প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে পথে নামেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমর্থকরা। যুবভারতীর সামনের রাস্তা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ম্যাচের আগে বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মোহনবাগান এসজি বেঙ্গালুরু ম্যাচে সমর্থকরা কোনও রকম টিফো, ড্রামস বা স্মোক ক্যান্ডেল নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশ করতে পারবেন না। বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ পাঠানো হয় ডুরান্ড কমিটি এবং দুই ক্লাবের কাছে। সেখানেক স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মোহনবাগান সদস্য ময়ূখ বিশ্বাস। তিনি এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সভাপতিও। ময়ূখের আবেদনেই সাড়া দেয় উচ্চ আদালত। ডুরান্ডের ম্যাচে টিফো নিয়ে যাওয়া যাবে বলে জানিয়ে দেয় হাইকোর্ট।

২ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশে কলকাতা ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুরান্ড কাপ শেষ হতেই ফের ডার্বি। তাও আবার উত্তরপ্রদেশে। সব ঠিক থাকলে ইস্ট-মোহনের চিরাচারিত লড়াই এবার দেখা যাবে নবাবের শহর লখনউতে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর লখনউয়ের কে ডি সিং স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে কলকাতা ডার্বি। প্রথমবার উত্তরপ্রদেশে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান।দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবল সমাদৃত হলেও উত্তরপ্রদেশ ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত হয়নি কখনও। ফুটবলের জনপ্রিয়তাও কম সেই রাজ্যে। দেশে ফুটবলের প্রসার ঘটাতে হলে এ হেন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যকে ফুটবল মানচিত্রে আনতেই হবে। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করল উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং এআইএফএফ।লখনউয়ে কলকাতা ডার্বির পরিকল্পনা মূলত ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের। কয়েক দিন আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সে রাজ্যের ফুটবল কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু চূড়ান্ত করেছেন তিনি। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়েছে কলকাতার প্রধান দুই ক্লাবও। কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, 'কলকাতার দুই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব একটা মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে এগিয়ে এসেছে। দুই ক্লাবের ইতিবাচক ভূমিকায় আমি খুশি।' চলতি বছর এ পর্যন্ত একটি মাত্র ডার্বি দেখার সুযোগ পেয়েছেন ইস্ট-মোহন সমর্থকরা। সেটা কলকাতা লিগের। তবে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান কোনও দলই নিজেদের সেরা একাদশ নামায়নি সেই ম্যাচে। পরে ডুরান্ডে ডার্বি হওয়ার কথা থাকলেও সেটা বাতিল হয়ে যায়। ফলে ২ সেপ্টেম্বর লখনউয়ের ডার্বি নিয়ে আগ্রহ আছে ফুটবল মহলে। তবে, উত্তরপ্রদেশের ওই ডার্বিতেও সম্ভবত দুই প্রধানের কলকাতা লিগে খেলা দলই খেলবে। আমন্ত্রণমূলক ও ম্যাচে দলের প্রথম সারির তারকাদের খেলিয়ে দুই কোচ ঝুঁকি নেন কিনা সেটাই দেখার।

জেলায় জেলায় টক্কর

খেলায় মন ভরানোর গর্ব আছে পেট ভরানোর চাকরি নেই

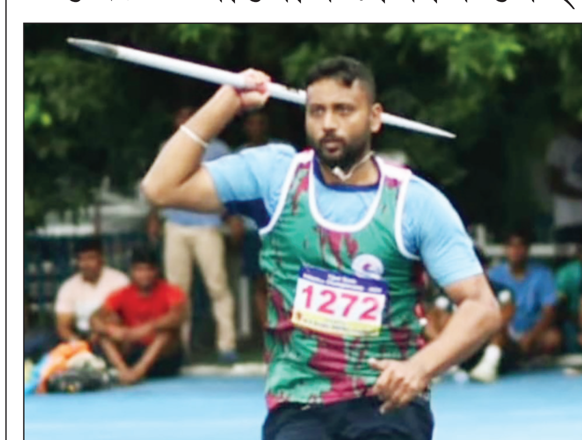

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : খেলায় আর কোন সুযোগ সুবিধা নেই কোথাও। নেই পড়ার সুযোগ। নেই চাকরির সুযোগও। না হলে দিনের পর দিন খেলে হতাশায় ডুবতে হত না তরুণ প্রজন্মকে।

অলিম্পিকের সময় নীরাজ চোপড়ার দিকে চোখ ছিল সবার। বাঁকুড়াতেও রয়েছে একজন জ্যাভেলিন চ্যাম্পিয়ন। তার খোঁজ কে আর রেখেছে! একবার নয়! দু'বার নয়! ৯ বার রাজ্যে জ্যাভেলিন থ্রো"তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাঁকুড়ার এই অ্যাথলিট। শুনে অবাক লাগছে! রাজ্যে ৯ বার জ্যাভেলিন চ্যাম্পিয়ন বাঁকুড়ার অনিমেষ মুখার্জী। কথাটা অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি। সৌরভ গাঙ্গুলীর হাত থেকে বাঁকুড়ার অনিমেষ পেয়েছিলেন রাজ্যের বেস্ট অ্যাথলিটের পুরস্কার। জ্যাভলিনের জাতীয় প্রতিযোগিতাতে লড়াই করেছেন নীরাজ চোপড়ার সঙ্গেও। তবে রাজ্যে ৯ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েও, অনিমেষ বলেন 'আমার আর কিছু পাওয়ার নেই'। এ মাসের শুরুতেই হয়েছে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ইনজুরি নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন বাঁকুড়ার চাঁদমারিডাঙ্গার বাসিন্দা অনিমেষ। তাতেই রাজ্য চ্যাম্পিয়ন! জানলে অবাক হবেন অনিমেষ মুখার্জি অনূর্ধ্ব ১৮ স্তর থেকে মায়ের কাছে ট্রেনিং নিয়ে একজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট হয়েছেন তিনি। রাজ্যে ৯বার চ্যাম্পিয়ন হলেও, জাতীয় স্তরেও খুব ভালো ফল করেছেন বাঁকুড়া অনিমেষ। তবে বিশেষ কিছু কারণের জন্য রয়েছে কিছু প্রশ্ন। জাতীয় স্তরে 'টপ সিক্সে' জায়গা করে নেওয়ার পরও বাকিদের মতো ফিনল্যান্ডে গিয়ে ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করার ডাক পাননি অনিমেষ। কি কারণে এমনটা হল তার কোন উত্তর সে এখনও পায়নি। যদিও থেমে না থেকে, খেলাধুলোকে ভালোবেসে, নিজে ব্যবসা চালিয়ে, প্রায় প্রতিবছর রাজ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় অনিমেষ। যদি সবকিছু ঠিকঠাক হত তাহলে হয়ত নীরাজদের সঙ্গে অনিমেষকেও দেখা যেত অলিম্পিকের মঞ্চে। বাঁকুড়ার হয়ে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন অনিমেষ। তারপর বিভিন্ন কারণ বশত বাঁকুড়া ছেড়ে মোহনবাগানে যোগ দেন তিনি। ২০২৪ সালের প্রতিযোগিতা এবং বাকি সাত বার জ্যাভেলিন থ্রো"তে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। প্রতিযোগিতার পরে আরো বেশি চোটে জর্জরিত অনিমেষ। যার জন্য ডান কাঁধ নড়াচড়া করতে পারছেন না তিনি। কতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে খেলার ছন্দে ফিরতে পারবেন তা নিয়ে থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। বয়স বাড়ছে, খেলাধুলো ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এরপরও তার এই খেলাধুলোর জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ, কিছু কর্মসংস্থান না হয়! তাহলে সেই নিদর্শন সামনে রেখে আর কি নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা খেলাধুলোয় আগ্রহী হবে! বাঁকুড়ার দীর্ঘদিনের অ্যাথলেটিক কোচ, অনিমেষের মা, রীতা মুখার্জী জানান অনেক কঠিন লড়াই এবং প্রতিকূলতার মধ্যে গিয়েও অনিমেষ বিগত বছর গুলিতে তার সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। বিনিময়ে কোথাও কোনো সাহায্য সে পায়নি। কোচহিসেবেপ্রচুরছাত্র-ছাত্রীতৈরিকরেছিবিনাপারিশ্রমিকেইতারাওঅনেকসাফল্য এনেছে। এখন কোচিং করানোর আগ্রহ কমে যাচ্ছে। কারণ খেলাধুলোর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এই যুবক যুবতীরা যদি কোন কর্মসংস্থান খেলাধুলার মাধ্যমে না জোগাড় করতে পারে, তাহলে আর লাভ কি?

গঙ্গাবক্ষে পৃথিবীর দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামী ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহরমপুরে। আয়োজক সংস্থা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'এই ৮ কিলোমিটার ব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। এবারের প্রতিযোগিতা শুরু হবে বহরমপুর আহীরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত। অংশ নেবেন ৫০ জন সাঁতারু। তথ্য ও ছবি : মলয় সুর

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com